যাকাত দারিদ্র বিমোচনই নয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি

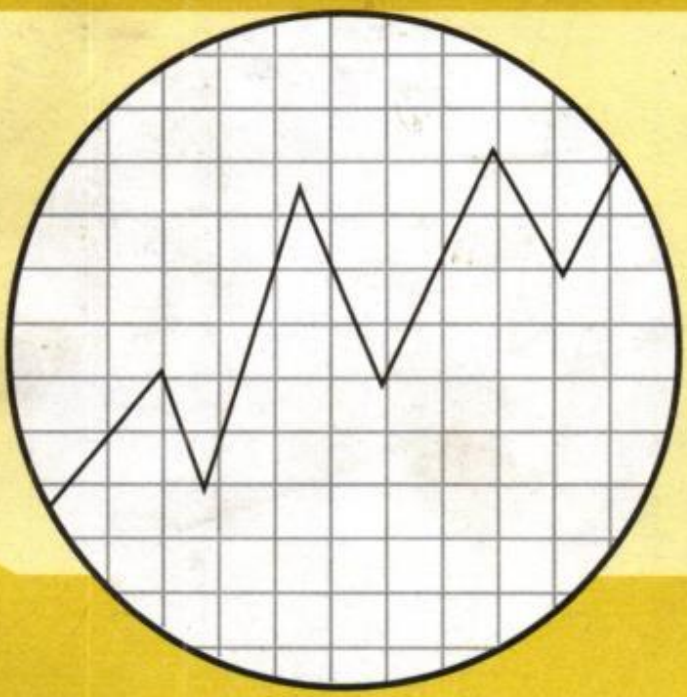

মুহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ

যাকাত দারিদ্র বিমোচনই নয়
অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি

মুহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৮২

১ম প্রকাশ
জিলকদ ১৪২৮
অগ্রহায়ণ ১৪১৪
ডিসেম্বর ২০০৭

বিনিময় মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

JAKAT DAREDRO BEMOCHON-E- NOY ORTHONOYTIK UNNOYONER CHALEKA SHOKTE by Muhammad Hedayet Ullah. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচনা

যাকাত ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ইবাদাতের অন্যতম। এটি ইসলামী অর্থনীতির মেরুদণ্ড। পুঁজিবাদের ভিত্তি সুদ, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি রাষ্ট্রীয়করণ তদ্রূপ ইসলামী সমাজের ভিত্তিও যাকাত। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতে বর্তমানে যাকাত চালু না থাকায় তার সুফল পাচ্ছে না। বিশেষ করে বাংলাদেশে যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু না থাকায় তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। এ দেশে যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু না থাকায় দারিদ্রতা, পুষ্টিহীনতা, বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, রাহাজানী, ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করেছে। সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি চালু থাকায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক দল লোক আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অর্থ শূন্য হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অবাধ বাজার অর্থনীতির কারণেও নেমে আসছে বাংলাদেশের চরম আর্থিক সংকট। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমাগত দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহর সে ঘোষণা ঃ

طٰهٰ ○ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰىٓ ○ طه : ١-٢

"ত্বোয়া-হা। আপনাকে মসীবতে পড়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।"–সূরা ত্বোয়া-হা ঃ ১-২

অর্থাৎ রাসূল স.-কে মসীবতে পড়ার জন্য আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেননি। সুতরাং কুরআন এসেছে রাসূল স. ও তাঁর অনুসারীদের মসীবত দূর করার জন্য এবং শান্তি ও স্বস্তি নিশ্চিত করার জন্য। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশে মসীবত পূর্ণ অর্থনীতি আছে যা দেখে আজ মনে হচ্ছে কুরআন মসীবতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। সত্যিকার অর্থে মুসলিম বিশ্ব কুরআনের অনুসরণ করছে না বলে আল্লাহ এ মসীবতপূর্ণ জীবনকেই নামধারী মুসলমানদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই বাংলাদেশের মত মুসলিম দেশগুলো আজ অসম্ভব রকমের সমস্যা মোকাবেলা করছে।[১] কোনো সমস্যারই সমাধান করার পথ তারা খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু ইসলামী জীবন বিধান পরিপূর্ণভাবে বাস্তবে অনুসরণ করলে মুসলমানদেরই পৃথিবীর নেতৃত্ব দেয়ার কথা ছিল।[২] কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তার প্রতিশ্রুতির কথা লিপিবদ্ধ করা আছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো ঃ

www.amarboi.org

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

"তারা যদি ঈমান আনতো ও আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতো তবে আল্লাহর কাছে যে প্রতিদান পাওয়া যেত তা যে কত উত্তম তা যদি তারা জানতো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১০৩

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ـ الاعراف : ٩٦

"যদি জনপদের লোকেরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতো তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকত সমূহের দুয়ার খুলে দিতাম।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৯৬

তারা যদি কিতাবগুলো প্রতিষ্ঠিত করতো তাদের রবের কাছ থেকে যা তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, তাহলে তাদের জন্য রিযিক উপর থেকে বর্ষিত হতো এবং নীচে থেকেও উদগিরণ করা হতো।[৩] ইতিহাসের পর্যালোচনায় দেখা যায় আরবের একটি ঝাঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ জাতি কুরআন মেনে চলার মাত্র দশ বছরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল স. যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করার মাত্র ৫ বছর পরে হযরত ওমর রা.-এর আমলে গরীব লোক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল। অন্ধকার আরবে যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করার পর তারা পৃথিবীর দুই পরাশক্তি (রোম ও পারস্য)-কে পদানত করতে সক্ষম হয়েছিল অর্থাৎ জাযিরাতুল আরব হয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক পরাশক্তি।[৪] কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির সুফলকে চিন্তা না করে পশ্চিমা অর্থনীতির ধাঁচে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য পথ খুঁজছে। কিন্তু তাতে সমস্যা আরো প্রকট হচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মারাত্মক সংকট সৃষ্টিকারী সুদ অসম বণ্টন সৃষ্টি করে, মন্দা ও মহামন্দা সৃষ্টি করেছে।[৫] তার প্রভাব বাংলাদেশের তথা সমস্ত বিশ্ব অর্থনীতি এইড্‌সের আতঙ্কের চেয়ে বেশী আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে। বাংলাদেশে এই অসম বন্টনের ফলে চরম ধনবৈষম্য সৃষ্টি করে ২৫% লোকের কাছে ৭৫% সম্পদ এবং বাকী ৭৫% লোকের কাছে মাত্র ২৫% সম্পদ এমনকি ১৫% লোকের কাছে কোনো সম্পদই নেই।[৬] এমন এক করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে মারাত্মক অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সমস্যা বাংলাদেশকে গ্রাস করেছে। অতি সত্বর এর প্রতিকার না হলে দেশ ও জাতি হিসেবে বাংলাদেশ টিকবে কিনা তাও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী শক্তিগুলো বাংলাদেশের

www.amarboi.org

অর্থনীতির এ করুণ অবস্থাকে উপলব্ধি করে দেশে স্বাধীনতা বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড চালু করেছে। তার সাথে যোগ দিয়েছে এনজিওগুলো। এ দেশের ইসলাম বিরোধী কিছু লোক তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। যাকাতের হিসাব নির্ধারণকারী কতিপয় বই থেকে যাকাতের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে তৈরী করা হয়েছে এই লেখা। সরকার, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিগণ যদি এ তথ্যগুলো উপলব্ধি করে তবে দেশের জন্য বয়ে আনবে অনাবিল সুখ, শান্তি, স্বস্তি ও উন্নয়ন। বাংলাদেশ হবে সত্যিকার ইসলামী সোনালী যুগের মত সোনার বাংলাদেশ। আর তখনই স্বার্থকতা পাবে এই কর্মপ্রচেষ্টা।

পশ্চিমা অর্থনীতির মন্দা, মুদ্রাস্ফিতি, বাণিজ্যচক্র, বেকারত্ব সংকট থেকে পরিত্রাণের বিরাট সুযোগ করে দিতে পারে। তবে এটা বাস্তবে প্রয়োগের ব্যাপারটা সরকার ও রাজনীতিবীদদের করতে হবে। এতে থাকতে হবে শিল্পপতি ও ধনী শ্রেণীর দৃঢ়তাপূর্ণ সমর্থন। কারণ যাকাতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সরকারের দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে রয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط ـ الحج : ٤١

"যখন আমরা তাদেরকে ক্ষমতা দান করি তখন তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজের নিষেধ করে।"–সূরা আল হজ্জ ঃ ৪১

রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে রাসূল স.-কে আল্লাহ আদেশ করেছেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ـ التوبة : ١٠٣

"তাদের মাল থেকে যাকাত আদায় কর।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩

যাকাত পরিবর্ধক

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ঃ "পরিশোধক" পবিত্রতা ও বৃদ্ধি বা পরিবর্ধক। সম্পদের আদি উৎসসমূহ যথা চন্দ্র-সূর্য, মাটি, বাতাস, মেঘ-বৃষ্টি প্রভৃতি আল্লাহর দান। এ সমস্ত ঐশ্বরিক সম্পদের জন্য আল্লাহ যে অর্থ দাবী করে তাকে যাকাত বলে। শ্রমিক মজুরী পাবে, পুঁজি মুনাফা পাবে, কিন্তু আল্লাহর সৃষ্ট চন্দ্র, সূর্য ও মাটি ইত্যাদির কোনো প্রাপ্তি থাকবে না এ বিষয়টি ঠিক নয়, তাই আল্লাহ নিসাব পরিমাণ সম্পদের ওপর

www.amarboi.org

২.৫% হারে যাকাত ধার্য করেছেন।[৭] যাকাত সম্পদের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধ করে। আল্লাহ বলেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ - التوبة : ١٠٣

"তাদের অর্থ সম্পদ থেকে যাকাত উসুল করো যা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩

যাকাত ইসলামী রাজস্ব ব্যবস্থার মধ্যমণি। যাকাত একদিকে ধনীদের ধন লালসা দূর করে, অন্যদিকে গরীবদের কাছে সম্পদ স্থানান্তর করে। এরূপ সম্পদের পূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতি ছাড়া অন্য কোনো অর্থনীতিতে নেই। যাকাতের পূর্ণ বণ্টনের ফলে যে গুণক প্রভাব দেখা দেয় তা অতিগুণকের মত। এর ফলে জাতীয় আয় দ্রুত প্রসারিত হয়। কারণ গরীব শ্রেণীর ভোগ প্রবণতা বেশী থাকায় যাকাতের কয়েকগুণ জাতীয় আয় বাড়ে। এ জন্য কুরআনের ভাষায় এটাকে পরিবর্ধকও বলে।

যাকাত একটি ফরয ইবাদাত। যাকাত ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। নামাযের পরই যাকাতের গুরুত্ব। কুরআন পাকে অসংখ্য আয়াতে নামাযের সাথে সাথে যাকাতের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আদায় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ - التوبة : ٥

"নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৫

যাকাত প্রদান না করলে পরকালে কঠোর শাস্তির সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

যাকাতের হার বিত্তশালীদের ধন-সম্পদের ২.৫%। নিসাব পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ থাকলে ২.৫% হারে যাকাত দিতে হয়। সম্পদ নিসাব পরিমাণ হবে যদি ৭.৫ ভরি (তোলা) স্বর্ণ বা ৫২.৫ ভরি রূপার মালিক হয়। এ মালিকানা সারা বছরের জন্য হতে হবে।

যাকাত ব্যয়ের খাত

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাকাত সম্পদ বণ্টনে এমন প্রভাব রাখে যাতে সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ধনী আরো ধনী এবং গরীবরা গরীব না থেকে ধনীতে পরিণত হয়। সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায় বিচার কায়েম করাই যাকাতের

www.amarboi.org

অন্যতম লক্ষ। এটা দারিদ্র বিমোচন ও বেকার সমস্যা সমাধানের মহৌষধ হিসেবে কাজ করে। যাকাতের উপরোক্ত গুণাগুণ ইসলামী সোনালী যুগের সময় বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল, যার কারণে তখন যাকাত নেয়ার কোনো লোক খুঁজে পাওয়া যেত না।[৮] যাকাত সম্বন্ধে আল কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যয় করার যে সূত্র প্রদান করেছেন তা নিম্নে কুরআনের আয়াতের প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হলো ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

"যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাসমুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে, মুসাফিরদের জন্যে। এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।"[৯]

–সূরা আত তাওবা ঃ ৬০

উপরোক্ত আয়াতে যাকাত ব্যয়ের আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে।

❐

www.amarboi.org

কোন্ কোন্ সম্পদের যাকাত দিতে হয়

যাকাত ইসলামী রাজস্ব নীতির মধ্যমণি। এটা ছাড়া যাকাতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক গুরুত্ব অত্যধিক বেশী বিধায় কোন্ কোন্ সম্পদের যাকাত দিতে হবে এবং কত হারে দিতে হবে তা জানা একান্তভাবে প্রয়োজন। যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের তৃতীয় স্তম্ভ। নামাযের পরই এর স্থান। নিম্নে যাকাতের পণ্য সামগ্রীর নাম ও নিসাবের পরিমাণ প্রকাশ করা হলো ঃ

১. **নগদ বা ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ ঃ** জনগণ নগদ অর্থ হাতে রাখতে পারে বা ব্যাংকে জমা রাখতে পারে। এ সমস্ত নগদ অথবা ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের ওপর যাকাত প্রদান করা ফরয। তা ছাড়া সঞ্চয়পত্র, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেট ইত্যাদিও নগদ অর্থে সহজেই রূপান্তর করা যায়। সুতরাং এ বিষয়গুলোর ওপর যাকাত আরোপিত হবে। অনেকে বিভিন্ন কারণে অন্যদেরকে ঋণ দিয়ে থাকে। পূর্বের প্রাপ্য ঋণ অথবা চলতি অর্থ বছরের প্রাপ্ত ঋণও নগদ অর্থের অনুরূপ ধরে যাকাত দিতে হবে। তবে যে সমস্ত ঋণ পাবার আশা থাকে না তা বাদ দেয়া যায় কিন্তু ফেরত পাওয়া গেলে তখন সাথে সাথে সে অর্থের যাকাত দিতে হবে। অনেকে বাধ্য হয়ে প্রচলিত ব্যাংকে সুদের ভিত্তিতে অর্থ জমা রাখে অথবা বীমা কোম্পানীতে অর্থ রাখে এ সমস্ত অর্থের সুদ পৃথক করে গরীবদের মাঝে বন্টনের পর বাকী অংশের ওপর যাকাত দিতে হবে। সঞ্চয়পত্রের ক্ষেত্রেও একই ভাবে সুদ পৃথক করে গরীবদের মাঝে বন্টনের পর বাকী অংশের যাকাত দিতে হবে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ক্ষেত্রেও একইভাবে যাকাত দিতে হবে। পেনসনের অর্থের জন্যও যাকাত দিতে হবে। এ সমস্ত অর্থের ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করতে হবে।

২. **সোনা রূপা বা এদের দ্বারা তৈরী অলংকার ঃ** সোনার ক্ষেত্রে ৭.৫ ভরি এবং রূপার ক্ষেত্রে ৫২.৫ ভরির উপরে থাকলে ২.৫ হারে যাকাত দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে পিণ্ড আকার বা বাসন-কোষণ অথবা অলংকার আকারে বানানো থাকলে তার মজুরীসহ মোট মূল্যের ওপর যাকাত ধার্য করা হয়।

৩. **ব্যাবসায়িক পণ্য ঃ** ব্যবসার স্বার্থে যে সমস্ত পণ্য দোকানে রাখা হয় বা গোডাউনে মওজুত থাকে তার হিসাব বৎসরের শেষ দিবসে কোম্পানী

www.amarboi.org

বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান একটি স্থিতি পত্র তৈরী করবে। তার মধ্যে সমস্ত প্রকার দেনা-পাওনা, যেমন ঃ মূলধন, সম্পদ, চলতি মূলধন, অর্জিত মুনাফা, কাগজ বা ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ, দোকান ও গুদামে রক্ষিত মালামাল, কাঁচামাল, প্রক্রিয়াজাত পণ্য, প্রস্তুতকৃত পণ্য, ঋণ ও দেনা পাওনা ইত্যাদি যাবতীয় হিসাব আনতে হবে। তা থেকে মেশিন, দালান, জমি ও ব্যাংক ঋণ বাদ দিয়ে যাকাত ধার্য করা হয়। ব্যবসার উদ্দেশ্যে জমি, মেশিন বা অন্যান্য সম্পদের হিসাবও এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এবং যাকাত দিতে হবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অনেক ব্যক্তির কয়েকটি ব্যবসা থাকতে পারে আবার সোনা, রূপা, নগদ অর্থ ও ব্যাংকে অর্থ জমা থাকতে পারে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত সম্পদের সামগ্রিক যোগফল সমষ্টি নিয়ে যাকাত হিসাব করতে হবে।

৪. **খনিজ সম্পদ ঃ** ইসলামী অর্থনীতিতে খনিজ সম্পদের ২০% যাকাত দিতে হয়। বাংলাদেশে গ্যাস সম্পদের সম্পূর্ণ অংশই সরকার ব্যবহার করছে। ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে গ্যাসের ব্যবহার শুধুমাত্র শহরের ধনীরাই পাচ্ছে তাই সম্পদের ২০% গরীবদের মাঝে বন্টনের যাকাত হিসাবে সরকারের ব্যবহার করা উচিত।

৫. **কৃষি ফসল ঃ** কৃষি ফসলের যাকাতকে উশর বলে। উশর শব্দের অর্থ এক-দশমাংশ (১০ ভাগের ১ ভাগ) ইসলামী অর্থনীতিতে উশর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উশরের ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ز وَلَا تُسْرِفُوْا ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ ـ الانعام : ١٤١

"যখন ফসল পাকে তখন তা খাও এবং ফসল কাটার দিন থেকে আল্লাহর হক আদায় করো। আর তোমরা সীমালংঘন কর না।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৪১

ইসলামী অর্থনীতিতে ভূমি থেকে প্রাপ্ত ফসলের অংশ গরীবদের মাঝে বন্টন নির্দেশক বিষয়কে উশর বলে।

এ ব্যাপারে নবী করীম স. বলেন ঃ যে জমি বৃষ্টি, ঝর্ণাধারা, খালের পানিতে সিক্ত হয় কিংবা যা সর্বদাই সিক্ত থাকে তার ফসলের এক

www.amarboi.org

দশমাংশ এবং যে জমি যে কোনো প্রকারের পানি মেশিনে কৃত্রিমভাবে সিক্ত করা হয় তার বিশ ভাগের এক ভাগ ফসল ভূমির ওপর কর রূপে (যাকাত) দিতে হবে।

কৃষি ফসলের ক্ষেত্রে ফসল কাটার সাথে সাথেই যদি তা নিসাব পরিমাণ হয় তার ওপর যাকাত পরিশোধ করাও ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার কোনো শর্ত প্রয়োজন নেই। একই জমিতে কয়েকবার ফসল উৎপাদিত হলে প্রতিবারই যাকাত দিতে হবে যদি তা নিসাব পরিমাণের সমান বা ওপরে হয়। উদাহরণ হিসেবে আমন, আউশ ও বোরো মওসূমে যদি যথাক্রমে ২০, ৩০ ও ৪০ মণ ধান হয় তবে আমন ও বোরোর সময় যা উশর বা অর্ধ উশর দিতে হবে। কিন্তু আউশের ধানের জন্য উশর বা অর্ধ উশর দিতে হবে না। একইভাবে মশুরডাল, গোল আলু, কলাই, পাট, সরিষা, মধু ইত্যাদি প্রত্যেকটি দ্রব্যের পৃথক পৃথক ফসলের পৃথক হিসাব করতে হবে। উশর ও অর্ধ উশরের জন্য ঋণমুক্ত হওয়ার কোনো শর্ত নেই তাই ফসল পাওয়ার পর পরই নিসাব পরিমাণ পাওয়ার সাথে সাথেই উশর ও অর্ধ উশর দিতে হবে। অন্যদিক দিয়ে উশরের ভিত্তি আরো ব্যাপক, উশরের জন্য জমির মালিক হওয়ারও শর্ত নেই একমাত্র উৎপাদিত ফসলের মালিক হলেই উশর দিতে হয়। এক্ষেত্রে লিজ, ভাড়া অথবা বর্গাচাষী হলেও উশর দিতে হবে।[১০]

হাদীস থেকে জানা যায় উশর ও অর্ধ উশরের নিসাব হলো পাঁচ ওয়াসাকে বাংলাদেশের মণ হিসাবে এটা ২৬.৫ মণের মত হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের যে কোনো ফসল ২৬.৫ মণ বা অধিক হলেই উশর বা অর্ধ উশর দিতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যাকাত দিতে বাধ্য।

৬. **যাকাতের আধুনিক ভিত্তি ঃ** আল কুরআনের বর্ণিত "সম্পদ" শব্দের অর্থ নিয়ে বর্তমানকালে মতভেদ দেখা দিয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ ـ التوبة : ١٠٣

"তাদের সম্পদ থেকে 'দান' গ্রহণ কর যা তাদেরকে পরিশোধিত এবং পরিচ্ছন্ন করবে এবং তাদের জন্য দোয়া কর। নিশ্চয়ই প্রার্থনা তাদের বেশী উপশম করবে এবং আল্লাহ সব জানেন এবং শোনেন।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩

www.amarboi.org

আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে 'সম্পদ' বলতে বর্তমানকালে শিল্প-কারখানার যন্ত্রপাতি, পেশাজনিত মুনাফা, বাড়ী ভাড়া বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাড়ী নির্মাণ, ব্যবসায়ী উদ্দেশ্যে দোকানের যাকাত প্রদান করা ফরয। ১৯৬২ সালে দামেস্কে অনুষ্ঠিত সভায় আরব রাজাসমূহ সামাজিক ঐক্য সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করা হয়। এ রিপোর্ট প্রণেতাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া বিভাগের প্রধান ছিলেন। এ রিপোর্ট অনুযায়ী আধুনিক বিশ্বে অবস্থিত সকল প্রকার বস্তুর উহারই যাকাত প্রযোজ্য যথা শিল্প-কারখানার যন্ত্রপাতি, ব্যাংক নোট, পেশাজনিত মুনাফা ও অন্যান্য সম্পদ।[১১]

ক. শিল্প কারখানার ও যন্ত্রপাতির যাকাত ঃ উপরোক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতির যাকাত প্রদান করা উচিত। কারণ যন্ত্রপাতি উৎপাদনশীল। যন্ত্রপাতির মালিক তা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করতে পারে বিধায় যাকাত প্রধান করা ফরয। যন্ত্রপাতিগুলো সাধারণ যন্ত্র, যেমন হাতুড়ী বা লাঙ্গলের মত নয়। এটা ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদক মুনাফা করতে সক্ষম। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছিল না বলে এদের ওপর যাকাতও ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে চিন্তা করলে শিল্প-কারখানা ও যন্ত্রপাতির অবশ্যই যাকাত হবে। আধুনিক যন্ত্রপাতি অনেকাংশে সয়ংক্রিয় এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে ৫% হারে যাকাত প্রদানের জন্য রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়।

খ. বাড়ী ভাড়া ও ফ্লাট বাড়ী বিক্রির ব্যবসা ঃ শুধুমাত্র বাস করার জন্য বাড়ী নির্মাণ করলে এটার যাকাত নেই। কিন্তু আধুনিক কালে বাড়ী নির্মাণের ভাড়া পাওয়া যায়। বাড়ী ভাড়ার পরিমাণ নিসাব পরিমাণ হলে অবশ্যই যাকাত প্রদান করা উচিত। কারণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে বাড়ী ভাড়া বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত না । বরং বাসস্থান ছিল মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম উপাদান মাত্র। সে কারণে বাড়ীর ওপর যাকাত ছিল না। একই সাথে দালানকোঠা ও গোডাউনের ভাড়া ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বাড়ী তৈরী, দোকান, দালান, গোডাউন লাভজনক বিনিয়োগের রূপ নিয়েছে, কাজেই ইনসাফের দৃষ্টিতে জমির ওপর যেভাবে যাকাত (উশর) ধার্য করা হতো বর্তমানে তদ্রূপ বাড়ী বা বাসস্থানের ওপর গোডাউনের ওপর যাকাত আরোপ করা উচিত। এমন কি আধুনিক অর্থনীতিবিদ মার্শালের মতে জমির যেরূপ খাজনা দিতে হয়, তদ্রূপ বাড়ী নির্মাণেও খাজনা দিতে হয়। এ দৃষ্টিতে বাড়ী

www.amarboi.org

ভাড়ার অবশ্যই যাকাত হবার কথা। এমনকি একবিঘা জমিতে যে ফসল হয় তার চেয়ে এক কাঠা জমিতে বাড়ী নির্মাণ করলে মুনাফা বেশি হয় সুতরাং বাড়ী নির্মাণ জমি চাষের তুলনায় লাভজনক বিধায় এটির ওপর ৫% হারে যাকাত বাধ্য করা উচিত বলে অনেকে মনে করেন। জমির অনুরূপ অর্থ খাটিয়ে (অর্ধ উশরের মত) বাড়ী নির্মাণ করতে হয়। তবে শহরের ভাড়ার মাত্রা অনুযায়ী যাকাত আরোপ করা উচিত বলে অনেকে মনে করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে বড় বড় শহরের বাড়ীর মালিকদের অবশ্যই যাকাত বাধ্য করা উচিত। বর্তমানে আবার বেসরকারীভাবে বাড়ী নির্মাণ করে ফ্লাট বিক্রির ব্যবসা চলছে। এ ব্যবসায় প্রচুর লাভ, এ ক্ষেত্রেও যাকাত ধার্য করা উচিত। দোকান তৈরী বা মার্কেট তৈরী করেও বিক্রি করা হচ্ছে এ সমস্ত ব্যবসায় বেশী লাভ, এ ব্যবসার ওপরও যাকাত ধার্য করা উচিত।

গ. **গাড়ী ঃ** পূর্বের দিনে চলাচলের জন্য বা গাড়ীর ওপর কোনো যাকাত ধার্য করা হত না। কিন্তু বর্তমানে গাড়ী ভাড়া দিয়ে প্রচুর আয় করা যায় অথবা গাড়ী চালিয়ে প্রচুর উপার্জন করা যায়। বর্তমানে কোনো লোকের গাড়ী 'সম্পদ' হিসাবে পরিচিত। তাই গাড়ী যদি নিজে চলাচলের জন্য না হয়ে ভাড়ার জন্য হয় তবে অবশ্যই ভাড়ার ওপর যাকাত প্রদান করা উচিত।

ঘ. **মুরগী ঃ** গৃহপালিত সকল প্রকার মুরগী ও পাখীর কোনো যাকাত নেই কিন্তু বর্তমান কালে মুরগীর ব্যবসা চলছে। বড় বড় পোলট্রী ফার্ম আছে তা থেকে প্রচুর লাভ হয়। এ ক্ষেত্রেও লাভের ওপর যাকাত ধার্য করা যায়।

৭. **গরু ও মহিষ ঃ** নিজের কাজে খাটে এবং বিচরণশীল নয় এমন গরু মহিষ বাদ দিয়ে ৩০টি গরু, মহিষ হলেই তার ওপর যাকাত দিতে হবে। যাকাতের হার হবে প্রতি ৩০টির জন্য একটি ১ বছরের গরু এবং প্রতি ৪০টি যা তার অংশের জন্য ২ বছর বয়সের ১টি গরু।

৮. **ছাগল-ভেড়া ঃ** ৪০টি ছাগল ভেড়ার জন্য ১টি, ১২০টির জন্য ২টি, ৩০০টির জন্য ৩টি এবং উপরে প্রতি ১০০টির জন্য আরো ১টি করে ছাগল যাকাত দিতে হয়।

৯. **উটের নিসাব ঃ** প্রতি পাঁচটি উটে ১টি করে ছাগল বা ভেড়া দিতে হবে। কিন্তু উটের সংখ্যা ৪০টি হলে একটি ১ বছরের উষ্ট্র সাবক দিতে হবে।

www.amarboi.org

১০. **ঘোড়া ঃ** হযরত ওমর রা. ঘোড়ার যাকাত চালু করেন। এর পূর্বে ঘোড়ার ওপর যাকাত ছিল না। জিহাদ বা যানবাহনে ঘোড়া ব্যবহৃত হলে যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু তা না হলে ঘোড়ার মূল্য ৫২৫ তোলা রূপার সমান বা বেশী হলে তার ওপর ২০ ভাগ হিসেবে যাকাত দিতে হবে।

❐

www.amarboi.org

বাংলাদেশে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ

যাকাত একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে যদি তা যথাযথভাবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়। যাকাতের ব্যবহারের মাধ্যমে ১৪ শত বছর পূর্বে মক্কা ও মদীনায় মরুময় পৃথিবীর অনুর্বর সর্ব নিকৃষ্ট ও গরীব আরব দেশটি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছিল। একদা হযরত রাসূলে করীম স. নিজেকে না খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছিলো। হাদীসে উল্লেখ আছে হযরত রাসূল করীম স. না খেতে পেয়ে খাদ্য পাওয়ার আশায় নিজের মেয়ে ফাতেমার বাসায় যান। মেয়ের ঘরে খাদ্য না থাকায় তিনি এক ইহুদীর কাছে খেজুরের জন্য পানি উঠানোর শর্তে পানি উঠাতে থাকেন। কিন্তু পানির বালতির রশি ছিড়ে গেলে তিনি চড় খেয়ে বাসায় ফিরেন। আর ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর যাকাত বন্টনের ফলে ঐ আরব দেশেই ওমর রা.-এর সময় কোনো গরীব লোক পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় ওমরের সময় কোনো যাকাত গ্রহণকারী লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি। বর্তমানেও কোনো কোনো মুসলিম দেশে যাকাত ব্যবহার করে গরীব শ্রেণীর উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে ৬০% লোক দারিদ্র সীমা বা তার নীচে বাস করে। বাংলাদেশের মত গরীব দেশে যাকাতের পরিমাণ কত ? তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহার করলে বাংলাদেশে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে তা জানার জন্য যাকাতের পরিমাণের তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

ক. অর্থ-সম্পদ (কোটি টাকার হিসাবে)

ক্রমিক নং	সম্পদ	মোট পরিমাণ	যাকাত বহির্ভূত	যাকাত যোগ্য	যাকাতের হার	যাকাতের টাকার পরিমাণ
০১.	নগদ অর্থ (ব্যাংক)	৮২,০০০	২২,০০০	৬০,০০০	২.৫	১,৫০০
০২.	সোনা, রূপা অলংকার ও লকারে রক্ষিত স্বর্ণ	১০,০০০	২,০০০	৮,০০০	২.৫	২০০
০৩.	তফশিলী ব্যাংকে জমা মেয়াদী আদালত	২০,০০০	—	২০,০০০	২.৫	৫০০
০৪.	পোস্টাল সঞ্চয়	৮,০০০	—	৮,০০০	২.৫	২০০
০৫.	শেয়ার সার্টিফিকেট	১২,০০০	২,০০০	১০,০০০	২.৫	২৫০
০৬.	ইন্স্যুরেন্স	৫,০০০	১,০০০	৪,০০০	২.৫	১০০
					মোট ঃ ২,৭৫০ কোটি টাকা	

www.amarboi.org

উৎস ঃ ২০০০-২০০১ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব/অর্থনৈতিক সমীক্ষা আগষ্ট ২০০১-এর হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ইকোনোমিক ট্রেণ্ড (ধারা) ২০০২ সালের ডিসেম্বর। [শাহ আবদুল হান্নান 'ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা।' পৃষ্ঠা ৫১ (মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ইসলামের অর্থনীতি পৃ ৩২২-২৩ (১৯৭৭)]

খ. ব্যবসায়িক মালামাল ঃ

ক্রমিক নং	সম্পদ	মোট পরিমাণ	যাকাত বহির্ভূত মূল্য	যাকাত যোগ্য মূল্য/অর্থ	যাকাতের হার	যাকাতের টাকার পরিমাণ
০১.	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১০,৭৮৬	৬,৭৮৬	৪,০০০	২.৫	১০০
০২.	মাঝারী ও বৃহৎ শিল্প	২৭,৬১৬	৭,৬১৬	২০,০০০	২.৫	৫০০
০৩.	পাইকারী ও খুচরা বিপনন	২৭,৬১৬	১৭,৬১৬	১০,০০০	২.৫	২৫০
					মোট ঃ ৮৫০ কোটি টাকা	

উৎস ঃ ২০০১ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব

গ. যাকাতের আধুনিক ভিত্তির সম্পদ ঃ

ক্রমিক নং	সম্পদ	মোট পরিমাণ	যাকাত বহির্ভূত মূল্য	যাকাত যোগ্য মূল্য/অর্থ	যাকাতের হার	যাকাতের টাকার পরিমাণ
০১.	পরিবহন ব্যবসা সড়ক ও নৌযান	২০,০০০	৫,০০০	১৫,০০০	২.৫	৩৭৫
০২.	বাড়ী ভাড়া, বাড়ী ব্যবসা ও দোকান তৈরী	২২,০০০	৭,০০০	১৫,০০০	২.৫	৩৭৫
০৩.	ইটের ভাটা	২,০০০	১,০০০	১,০০০	২.৫	২৫
০৪.	হিমাগার	২,০০০	১,০০০	১,০০০	২.৫	২৫
০৫.	ক্লিনিক	৪,০০০	—	৪,০০০	২.৫	১০০
০৬.	কনসালটিং ফার্ম	৪,০০০	—	৪,০০০	২.৫	১০০
০৭.	যন্ত্রপাতি-শিল্প-কারখানা	২০,০০০	৫,০০০	১৫,০০০	২.৫	৩৭৫
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীপক্ষা-২০০১					মোট ঃ ১,৩৭৫ কোটি টাকা	

www.amarboi.org

ঘ. কৃষি ফসল (লক্ষ মেট্রিক টন হিসাব)

ক্রমিক নং	সম্পদ	মোট পরিমাণ	উশর যোগ্য	উশরের হার	উশরের পরিমাণ	যাকাতের / উশরের পরিমাণ
০১.	ধান	১.৫০	১.০০	১০%	১০ লক্ষ টন	১০৮০.০০ কোটি টাকা
০২.	ধান ও গম	১.০০	০.৫০	৫%	২.৫ ,,	২৭০.০০ ..
০৩.	গোল আলু	০.২৯	০.১৫	৫%	——	৫০.০০ ,,
০৪.	পেয়াজ, মরিচ, রসুন	০.০৪	০.০২	৫%	——	৫০.০০ ,,
০৫.	পাট	০.৭৯	০.৪০	৫%	২.৫	৫০.০০ ,,
০৬.	ডাল, সরিসা, আখ ও অন্যান্য	....	.....	...	.....	১০০.০০

মোট = ১৬০০ কোটি টাকা

তালিখা ক+খ+গ+ঘ =২,৭৫০+৮৫০+১,৩৭৫+১,৬০০=৬,৫৭৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০১ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট যাকাতের পরিমাণ ৬,৫৭৫ কোটি টাকা।

উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও বাংলাদেশে যাকাত পাওয়ার আরো সম্পদ রয়েছে। যেমন, প্রতি বছর ২০০০ কোটি টাকার বেশী টাকা হিমায়িত খাদ্য, চা, চামড়া রপ্তানী থেকে আয় হয় তা থেকে ৫% হারে উশর ধরলে ১০০ কোটি টাকা পাওয়া যায়। উশর যোগ্য নয় ১০০০ কোটি বাদ দিলেও ৫০ কোটি টাকার উশর পাওয়া যায়। তাছাড়া খনিজ সম্পদের ২০% যাকাত তহবিলে রাখার কথা এবং তা গরীবদের মাঝে বন্টন করার কথা। এই খাতে বাংলাদেশের টাকার হিসাবে ২৬০০ (২০০১ সালের হিসাব) কোটি টাকা। এই খাত থেকে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণ সেবা পাচ্ছে। কিন্তু গ্যাস ও গ্যাস থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ সুবিধা এক মাত্র ধনী শ্রেণীরাই পাচ্ছে, গরীব শ্রেণীর জন্য অন্তত ১০% হিসেবে ২৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা উচিত। দুগ্ধ, খামার, পোলট্রি, বিদেশে কর্মরত জনশক্তির অর্থ, গার্মেন্ট ব্যবসা, হোটেল ব্যবসা এবং ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ ছাড়া বহু লোকের আয় আছে। ঐ সমস্ত ক্ষেত্রগুলো বিবেচনা করলে যাকাতের পরিমাণ আরো বাড়বে।

ব্যবসায়িক মালামাল হিসেবে বিদেশী পণ্যের হিসাব ধরলে এক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ আরো বাড়বে। ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে ফলমূল, শাক-সবজিকে বিবেচনা করলে যাকাতের পরিমাণ আরো বাড়বে। এভাবে বাংলাদেশে মোট যাকাতের পরিমাণ ৬,৫৭৫ কোটি টাকারও বেশী হবে তাতে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই। তবে এটা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির হারের

www.amarboi.org

দিক থেকে ২০০২ সালে আরো বেড়ে যেতে পারে তার কারণ ২০০১ সালের সমীক্ষার তুলনায় ২০০২ সালের প্রবৃদ্ধি অবশ্য কিছু বাড়বে। এভাবে প্রবৃদ্ধির বৃদ্ধির সাথে সাথে যাকাতের পরিমাণও বেড়ে যাবে।

বাংলাদেশের জিনিসহগ সারণী নিম্নে দেয়া হলো ঃ[১২]

পরিবার গ্রুপ	১৯৯৫/৯৬ সাল	১৯৯১/৯২ সাল
জাতীয় পর্যায়	১০০	১০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৮৮	১
ডিসাইল-১	২.২৪	২.৫৮
ডিসাইল-২	৩.৪৭	৩.৯৪
ডিসাইল-৩	৪.৪৬	৪.৯৫
ডিসাইল-৪	৫.৩৭	৫.৯৪
ডিসাইল-৫	৬.৩৫	৭.০৮
ডিসাইল-৬	৭.৫৩	৮.৪৫
ডিসাইল-৭	৯.১৫	১০.০৯
ডিসাইল-৮	১১.৩৫	১২.১০
ডিসাইল-৯	১৫.৪০	১৫.৬৪
ডিসাইল-১০	৩৪.৬৮	২৯.২৩
সর্বোচ্চ-৫	২৩.৬৫	১৮.৮৫
জিনি অনুপাত	০.৪৩২	০.৩৮৮

১৯৯৫/১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় শতকরা গরীব ৫০% লোকের আয় ২২%. অন্যদিকে ধনী ২০% লোকের আয় জাতীয় আয়ের ৫০.০৮% এর মধ্যে সর্বোচ্চ ধনী ৫% লোকের আয় জাতীয় আয়ের ২৩.৬২%। তা থেকে বুঝা যায় সর্বোচ্চ ধনী লোকদের অধিক টাকা থাকায় তাদের যাকাত দানের ক্ষমতা বেশী। বর্তমান ৫% লোকের কাছে ২৫% এরও বেশী জাতীয় আয় আছে। তাছাড়া বাংলাদেশের ভূমির বন্টনেও অসমতা আছে শতকরা ১৭% থেকে ২০% লোকের ভূমির পরিমাণ ৭০%। তাতে তাদের উশর প্রদানের ক্ষমতা প্রকাশ পায়। এ কারণে যাকাত ৬,৫০০ কোটি টাকার অধিক হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। একটি দেশের যাকাত রাজস্ব আয়ের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলেও ৬,৫০০ কোটির বেশী হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ২০০১-২০০২ সালের রাজস্ব আয় ২৪,০০০ কোটি টাকা এর ৪ ভাগের ১ ভাগ যাকাত পাওয়া যথার্থ বলা যায়। অন্যদিকে জিনিসহগ প্রমাণ করে ধনীদের আয় দ্রুত বাড়ছে।

www.amarboi.org

২০০১ সালে এ হিসাবে ৪০% ধনীদের কাছে ৭৫% সম্পদ জমা হয়েছে, তাতে যাকাত দেয়ার ক্ষমতা প্রকাশ করছে। যেহেতু বাংলাদেশে ৪০%-এর আয় ৭৫% সুতরাং মোট জাতীয় আয়ের ৭৫%-এর যাকাতের হার ২.৫% হিসাব করলে যাকাতের মোট পরিমাণ দাড়ায় ২,১০,০০০×৭৫×২.৫)/ ১০০×১০০০=৩৯৩৭.৫ কোটি টাকা। কারণ ২০০২ সালে জাতীয় আয় ৩০০০০০ কোটি টাকা। তাছাড়া উশর এবং উশরের অর্ধেক ও খনিজ সম্পদ থেকে বাকী ২০০০কোটি টাকা পাওয়া সম্ভব। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, বাংলদেশে যাকাতের পরিমাণ ৬,৫০০ কোটি টাকারও অধিক হতে পারে।

যাকাতের অর্থ কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় করতে হবে তা কুরআনের সূরা তাওবার ৬০ আয়াতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আটটি খাতের মধ্যেও ফকির মিসকিনকে দরিদ্র হিসাবে বিবেচনা করা যায়। আটটি খাতের মধ্যে দাসত্ব মোচন খাতটি বর্তমানে প্রযোজ্য নয় কিন্তু গরীব শ্রমিকরা এ শ্রেণীতে পড়ে যায়, ঋণগ্রস্থ শ্রেণীও এর মধ্যে পড়ে। এভাবে কুরআনের আটটি ব্যয়ের খাত থেকে চারটি খাতকে বাংলাদেশের গরীব শ্রেণীর মধ্যে ব্যয় করা যায়। মুসাফির খাতে অর্থকে আলাদা বিবেচনা করা যায়। অন্যদিকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় খাতটি ইসলামী কর্মকাণ্ডের উন্নয়নকে প্রকাশ করে। যাকাতের নীতিকে গ্রহণ করলে একটি স্তম্ভের উন্নয়ন প্রকাশ করে। আরো বাকী থাকে অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী করণের নীতিসমূহ। বাংলাদেশের দারিদ্রকে নিয়ে শুরু হয়েছে নানামুখী ষড়যন্ত্র। দারিদ্রতা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব ইত্যাদি সমস্যাগুলো বাংলাদেশে বড় সমস্যা। স্বাস্থ্য সমস্যাও কম নয় তবে সবকিছুর মূলে দারিদ্রতা। সুতরাং যাকাতভিত্তিক সমস্ত কর্মকাণ্ডই হবে দারিদ্রতা দূর করাকে কেন্দ্র করে। এই প্রেক্ষাপটে দারিদ্রতা সূচী নিম্নে দেয়া হলো ঃ[১৩]

দারিদ্রের ধরন		১৯৯৫/৯৬	১৯৯১/৯২
দারিদ্র	জাতীয়	৪৭.৫	৪৭.৫
	পল্লী	৪৭.১	৪৭.৬
	শহর	৪৯.৭	৪৬.৭
চরম দারিদ্র	জাতীয়	২৫.১	২৮.০০
	পল্লী	২৪.৬	২৮.০০
	শহর	২৭.০	২৬.৩

www.amarboi.org

দারিদ্র একটি বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক সমস্যা। বাংলাদেশে পঞ্চম পরিকল্পনায় দারিদ্রের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ব্যাপক অর্থে দারিদ্র বলতে ঐ সকল মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক বঞ্চনা বুঝায় যারা নূন্যতম জীবন যাত্রা স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের মালিকানা বা ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত। উপরোক্ত সারণী থেকে বাংলাদেশে ৪৭.৫% জনগণ দারিদ্র সীমার নিচে এবং ২৫.১% লোক চরম দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করছে। জিনি সারণী থেকে দেখা যায় বাংলাদেশে ১২.৫% লোক দারিদ্রসীমার নিকটবর্তী অবস্থান করছে। ৬০% লোক দারিদ্র এ বিষয়টি খুবই আতংকের বিষয়। দারিদ্র সমস্যাকে নিয়ে শুরু হয়েছে দেশী, বিদেশী ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। আন্তর্জাতিকভাবে এন. জি. ও-গুলো দারিদ্রতা বিমোচনের নামে ধর্মান্তরিত করা শুরু করেছে।[১৪] দারিদ্রতাকে পুঁজি করে দারিদ্রতা চাষও শুরু হয়েছে।[১৫] এন. জি. ও-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বহুদিন যাবত চলছে কিন্তু তাদের কর্মতৎপরতা দেশের দারিদ্রতাকে দূর করতে ব্যর্থ হচ্ছে অন্যদিকে সামাজিক বিশৃংখলা দেখা দিচ্ছে।[১৬] বাংলাদেশে সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে শোষণ দীর্ঘায়িত করার জন্য ত্রিশ হাজার এন .জি.ও মাঠে নেমেছে। তাদের মধ্যে ব্রাক, কারিতাশ, গণসাহায্য সংস্থা, নিজেরা করি, এন. সি. সি., স্বনির্ভর, প্রশিকা ইত্যাদি বিদেশে চালিত এন.জি.ও-গুলোই প্রধান। বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকও এন. জি. ও হিসেবে সুদ ভিত্তিক ও মহিলা ভিত্তিক এন. জি ও. তাছাড়া আই এম. এফ. বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে বিভিন্ন প্রেসক্রিপসন দেয় যা দেশে স্বাধীনতার মর্যাদা ও ইসলাম ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট। গত ২০০১ অক্টোবরের নির্বাচনে অধিকাংশ এন. জি. ও. ইসলামী নেতা ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে খেটেছে। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এমনকি এন.জি.ও-গুলো জনগণের সরলতা ও দারিদ্রতাকে পুঁজি করে ধর্মান্তরিত করা শুরু করেছে।

নিম্নে ধর্মান্তরিত হওয়ার একটি সারণী প্রদান করা হলো ঃ

লক্ষ হিসাব

বছর	খৃস্টান সংখ্যা
১৯৭০	২
১৯৮০	৩
১৯৯০	৪৮

www.amarboi.org

১৯৯২	৫০
২০০০	৮০
২০০৫	১০০ টার্গেট

সারণী থেকে প্রকাশ পাচ্ছে বাংলাদেশে দ্রুত খৃস্টান সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার কারণ হলো এন.জি.ও.-দের অপতৎপরতা। তাছাড়া এ সমস্ত এন. জি. ও.-গুলো ৯৮% মহিলাদের চাকরি দেয় এবং তাদের ইসলামী নিয়মনীতির বিরুদ্ধে শিক্ষা দান করে। তারা পর্দা প্রথা, ইসলামী নিয়ম-কানুন ও ফতোয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এন.জি.ও-গুলো বহু লোককে ইসলামী নিয়মের বিরুদ্ধে খেপিয়ে প্রায় এক কোটি লোককে নাস্তিক ও মোনাফিক তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। এন. জি. ও-গুলো প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে কয়েকটি উদ্দেশ্য নিয়ে। (১) ইসলামী নীতির বিরোধীতা (২) শোষণ বৃদ্ধি (৩) দারিদ্রতাকে আরো ঘনীভূত করা, (৪) সামাজিক বিশৃংখলা (৫) মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের করা (৬) পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে দেয়া এবং (৭) সুদভিত্তিক অর্থনীতিকে পাকাপোক্ত করা।[১৬] এ চিত্র রীতিমত ভয়াবহ যা দেশের ইসলাম প্রিয় লোকেরা চিন্তা করছে না। এমনকি ইসলামী ব্যাংকগুলো গ্রামে গঞ্জে না পৌঁছে শহরে অবস্থান করছে এবং কৃষিকে নিদারুণ অবহেলা করছে।[১৭] অথচ গ্রামীণ ব্যাংকসহ অন্যান্য এন.জি.ও গ্রামের প্রতি অঞ্চলে জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে। যাতে শিকার বাড়াতে সক্ষম হয়। তাদের শাসন-শোষণ ধর্মান্তরিত করার কুমতলবকে হাসিল করার জন্য বিদেশ থেকে প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করছে। কিন্তু তাদের সুদ গ্রহণ নীতি ও বিলাসিতার কারণে দারিদ্রতা দূর না হওয়ায় অনেকে রীতিমত প্রশ্ন করা শুরু করেছে। এমনকি এন. জি. ও-দের কর্মকাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ করছে। এন.জি.ও-দের টার্গেট শুধু মহিলা কেন তা জনগণের বিরাট প্রশ্ন এন. জি.ও-দের সুদের হার কত তাও জনগণের বিরাট প্রশ্ন, এন. জি ও-রা কেন বলে কিসের ঘর. কিসের বর, বরের শৃংখল মুক্ত করো। এন. জি. ও-রা কেন স্কুলে ইঞ্জিল শরীফ পড়ায়। এন.জিও-গুলো কেন শুধুমাত্র যাদের কিছু জমি পুকুর বা ডোবা আছে তাদেরকে সাহায্য করে ?[১৮] এ ধরনের বহু প্রশ্ন জনগণের মাঝে দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশে এন.জি.ও-গুলো সুদভিত্তিক অর্থনীতি শক্তিশালী করছে। অথচ সুদ এইড্স রোগের চেয়েও খারাপ যার কারণে হাদীসে বলা হয়েছে,

www.amarboi.org

"সুদ খাওয়া মায়ের সাথে যৌন মিলনের সমান গুনাহ।" এইড্‌স হলে যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয় তদ্রূপ সুদভিত্তিক অর্থনীতি সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সুদের কুফলের কারণে ব্যর্থ (বিফল) হয়ে যায়। বাংলাদেশে চরম দারিদ্রতার কারণ এই সুদ, সুদের কারণে তারল্যফাঁদ দেখা দেয়, বিনিয়োগ হ্রাস পায়, ফলে নিয়োগ হ্রাস পায়, তাই বেকারত্ব দেখা দেয়।[১৯] সুদের কারণে কিছু লোকের কাছে অধিক অর্থ জমা হয় বাকী সবাই বঞ্চিত থাকে। এ ঘটনাই বাংলাদেশে ঘটেছে। এইড্‌সের কারণে পৃথিবীতে প্রতি বৎসর গড়ে ১০ লক্ষ লোক মারা যায় কিন্তু সুদের কারণে বাংলাদেশেই প্রতি বৎসর কমপক্ষে দুই লক্ষ লোক মারা যায়। বর্তমানে আমেরিকায় চলছে মন্দা, তার অন্যতম কারণ সুদ। কিন্তু বাংলাদেশে এ মন্দা কারণে এক মাত্র গার্মেন্টসের চার লক্ষ পরিবার ধ্বংস হবে। এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সরকার, ধর্মপ্রাণ মুসলমান, ধনী শ্রেণী ও শিল্পপতিদের কাছে যাকাতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের যাকাতের পরিমাণ ৬.৫ হাজার কোটি টাকারও বেশী। এ বিশাল (নিয়ামতকে) অর্থ-সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করলে দারিদ্রতা দূর করে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ জিনিসহগ সারণী থেকে দেখা যায় বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ধনী শতকরা ৫% লোকের কাছে ২৩.৬২% সম্পদ। তার পরে ১০% লোকের ৩৪.৬৮% এবং ৩০% লোকের আয় ৬৫.৯০% সম্পদ বাকী ৬০% লোকের কাছে মাত্র ৩০% অর্থ, এমনকি গরীব ১০% লোকের কোনো সম্পদই নেই। বাংলাদেশে অর্থনীতির সম্পদ বন্টনের চিত্র অনুযায়ী যদি কোনো একটি লোকের দেহে রক্ত বিরাজ করত তবে কি লোকটি এভাবে অসমবন্টিত রক্ত নিয়ে বাঁচতে পারতো—নিশ্চয়ই না, এটা এক বাক্যে সবাই স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু বাংলাদেশে এরূপ অসমবন্টনের চিত্র নিয়ে রাজনীতিবিদ, সমাজবিদ, অর্থনীতিবিদ, শিল্পপতি ও ধনী শ্রেণী মোটেও চিন্তা করছে না যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি গরীব শ্রেণীর মাঝে অর্থ বন্টনের মাধ্যমে গরীব ধনী সবারই ব্যাপক কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হতে পারে। আমাদের দেশের অনেকেই যাকাতকেই দান খয়রাত বলে মনে করে। কিন্তু বাস্তবে যাকাত আল্লাহর দেয়া অর্থনীতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। কুরআনে আল্লাহ যাকাতের ব্যাপারে সরাসরি বত্রিশটি আয়াত নাযিল করেছেন। তাছাড়া পরোক্ষভাবে বারটি আয়াত নাযিল হয়েছে। নামাযের পরই যাকাতের স্থান সুতরাং যাকাতকে নিছক দান খয়রাত বিবেচনা করা ঠিক হবে না। এটা আল্লাহর

www.amarboi.org

বিধান। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। ধনী ও গরীব শ্রেণীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির বড় মাধ্যম।

যাকাতের আর্থ সামাজিক প্রভাব

১. দারিদ্র বিমোচন ঃ যাকাত দরিদ্রের হক বা অধিকার। কারণ আল্লাহ পাক কুরআনে বলেন, যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে—দুঃস্থ ও বঞ্চিতদের। (আল মা'আরিফ) অন্যত্র আল্লাহ বলেন, সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। (সূরা হাশর) উপরোক্ত দুটি আয়াত থেকে বুঝা যায়; যাকাত দান করা ধনীদের জন্য ফরয। অন্যদিকে যাকাত গরীবদের অধিকার। দারিদ্র্য বলতে ফকীর, মিসকীন, দাসবন্দি ও ঋণগ্রস্থ এই শ্রেণীকে বিবেচনা করতে পারি। ইতিপূর্বে দারিদ্রতা সমস্যাকে সব সমস্যার মূল হিসাবে আখ্যায়িত করেছি। দারিদ্র্য বিমোচনে অন্য একটি খাত হল বেকার সমস্যার সমাধান। একটি দেশের ৪৫% লোক বেকার তা যে কত ভয়াবহ কঠিন সমস্যার তা একমাত্র বেকার শ্রেণীর লোকজন ছাড়া অন্য কেউ বুঝার কথা নয়। বাংলাদেশে প্রচুর শিক্ষিত বেকার রয়েছে। এ শ্রেণীর জন্য অবশ্যই যাকাত ব্যবহার করা যায়। ফকীর, মিসকীন ও বেকার শ্রেণীর জন্য কত পরিমাণ যাকাত দিতে হবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশে যাকাত দাতারা অনেকেই যাকাত দেয় ঠিকই কিন্তু তা ইসলামী মতে দেয় না। বর্তমানে প্রচলিত যাকাত প্রবর্তিত ব্যবস্থায় কেউ ধনী হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ যাকাত গ্রহীতাদের দারিদ্র বিমোচনে যাকাত ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের দেশে যাকাত দাতারা যে পরিমাণ যাকাত দেয় তা ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেয়। তারা একটি শাড়ী, লুঙ্গি, প্যান্ট, গেঞ্জী বা ৫০, ১০০ টাকা, ২০ টাকা, ৫ টাকা দেয় এ টাকা নিয়ে সাথে সাথে ভোগ করে ফেলে তাতে সম্পদের হস্তান্তর ব্যয় মাত্র কিন্তু এর ফলে যাকাত প্রাপ্তরা কোনো ধনী হতে পারছে না। কিন্তু স্থায়ী বিনিয়োগ হলে যাকাতের মাধ্যমে ধনী হওয়ার কথা ছিল। মুসলিম জাতি এ বিষয়টি না বুঝ লেও খৃষ্টান জাতি ঠিক বুঝতে পেরেছে তাই তারা আমাদের দেশে সাহায্য দিতে হলে খাদ্য সাহায্য দেয় কিন্তু বিনিয়োগে সাহায্য দেয় না। এমনকি বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চল খৃষ্টান পাদ্রীরা খৃষ্টান তৈরীর জন্য একটি মুরগী, ছাগল, গাছের বীজ দেয় কিন্তু নগদ অর্থ ও খাদ্য দেয় না, তারাই এখন ইসলামী আইন আমল পালন করছে অথচ মুসলিমগণ ভুলে গেছে কিভাবে যাকাত দিতে হবে। বর্তমানেও অর্থনীতিতে যাকাতের দ্বারা ইসলামী উন্নয়ন সম্ভব হত যদি তা সঠিকভাবে ইসলামী নীতি অনুযায়ী

www.amarboi.org

ব্যবহার করা যেত। যাকাতের ব্যাপারে ইসলামী নীতি হল যাকাত এমনভাবে দিতে হবে যাতে গ্রহীতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলে। এভাবে যাকাত গ্রহীতারা দ্বিতীয়বার যাকাত নিতে না আসতে হয়। এ বিষয় ফকিহদের অভিমত[২০] ইমাম নববী র. বলেছেন, ফকীর ও মিসকীনকে এতো পরিমাণ যাকাত দিতে হবে যা তাদের প্রয়োজন ও অভাবগ্রস্থ থেকে বের করে ধনী ও প্রয়োজন না থাকার পর্যায়ে নিয়ে যায়। প্রকৃত কথা হলো তাদেরকে এত পরিমাণ অর্থ দিতে হবে যা তাদের চিরকালের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হয়। ইমাম শাফেয়ীও একই মত প্রকাশ করেন। ইমাম মালেক, ইমাম হাম্বল ও অন্যান্য কতিপয় ফকীহর মত হলো ফকীর ও মিসকীনদের এত পরিমাণ যাকাত দিতে হবে যা দিয়ে তার পরিবারের লোক জনের একবছর চলে। হযরত ওমর রা. বলেছেন, যখন তোমরা ফকীর মিসকীনকে কিছু দেবে তখন তাকে ধনী বানিয়ে দেবে। বস্তুত ওমর রা.-এর কাছে কোনো ফকীর মিসকীন এলে তিনি যাকাত দিয়ে তাকে সম্পদশালী করে দিতেন। শুধু ক্ষুধা নিবারণের জন্য কয়েক লোকমা অথবা সহায়তা করার জন্য কয়েকটি দিরহাম যথেষ্ট মনে করতেন না। ফকীহগণ এ বিষয় উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, সাওয়ালকারী যদি কুটির শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে তাকে এত পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যা দিয়ে সে নিজের শিল্প চালাতে পারে অথবা শিল্পের সরঞ্জাম ক্রয় করতে পারে (ক্রয়মূল্য বেশী হোক বা কম হোক) এবং এর লাভ দিয়ে সাওয়ালকারী তার জীবনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। একইভাবে রুটি ব্যবসায়ী, আতর বিক্রেতা, হয় একইভাবে তার ব্যবসায়ে সাহায্য করতে হবে যাতে সে এই সমস্ত ব্যবসার লাভ দিয়ে চলতে পারে। দর্জি, মুক্তার, কশাই, ধোপা অথবা অন্যান্য কারিগরদের এত পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যাতে সে এ সম্পদের দ্বারা নিজ নিজ কাজের সরঞ্জাম ক্রয় করতে পারে। একইভাবে কৃষিজীবি, কুটির শিল্পীদের সাহায্য করতে হবে। কিন্তু সাওয়ালকারী যদি কুটির ব্যবসায়ী বা কৃষক না হয় এবং সে যদি কোনো কাজ ভাল না জানে অথবা সে যদি অক্ষম হয় তবে তাকে এমন পরিমাণ অর্থ দিতে হবে যা সে কোনো সম্পত্তির (ঘর দোকান প্রভৃতি) কিনে ভাড়া দিবে এবং ভাড়ার অর্থ দিয়ে নিজের অভাব পূরণ করতে পারে। ফকীর মিসকীনকে দুই ধরনের বিবেচনায় আনা যায়। প্রথমত এক শ্রেণীর লোক যারা কাজ করতে সক্ষম নন যেমন পঙ্গু, অন্ধ, বিকলাঙ্গ, অক্ষম, বৃদ্ধ, অসুস্থ, বিধবা, এতীম, ছোট বাচ্চা, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি, বোবা, কালা, এসিড নিক্ষিপ্ত নির্যাতিতা মহিলা ও পুরুষ। এই শ্রেণীর জন্য যাকাত থেকে মাসিক বা বাৎসরিক ভাতা প্রদান করা যেতে পারে তবে অনেকে মাসিক

www.amarboi.org

ভিত্তিক ভাতার কথাকেই বেশী গুরুত্ব দেন। তার কারণ একবার অনেক অর্থ পেলে অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করার আশংকা হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাসিক বা বাৎসরিক ভাতা দেয়া সম্ভব নয়। এটা রাসূল স.-এর নিয়মও ছিল না। কারণ তিনি বিনিয়োগ নীতি ও কর্মের প্রতি উৎসাহী ছিলেন। বাংলাদেশে শতকরা ৪৫% লোক বেকার। সুতরাং এ দেশে মাসিক বা বাৎসরিক ভাতা দিয়ে অর্থ অপচয় করার সুযোগ নেই। তাছাড়া বাংলাদেশ স্বল্প পুঁজির দেশ, তাই যাকাতের সম্পদ থেকে প্রাপ্ত পুঁজি অবশ্যই সুষ্ঠু ব্যবহার ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তীব্র অভাব। তাই মাসিক বা বাৎসরিক ভাতা না দিয়ে দ্রব্য তৈরীর ব্যবস্থা নিতে হবে। মাসিক ভাতা দিলে শুধুমাত্র হস্তান্তর জনিত ব্যয় হবে যা বর্তমানে হচ্ছে। তার কোনো অর্থনৈতিক সুফল পাওয়া যাবে না। এটা কোনো ধরনের বিনিয়োগ ব্যয় বাড়বে না, নিয়োগ বাড়াবে না, জাতীয় আয় বাড়াবে না ফলে এটার প্রভাব অর্থনীতিতে শূন্য হবে। এ বিষয়টি পরবর্তীতে গাণিতিক ও জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের মত হতদরিদ্র দেশে আর্থিক সংকট অবস্থায় ভাতা পদ্ধতিতে অক্ষম শ্রেণীকে পূনর্বাসন করা সম্ভব নয়। অক্ষম শ্রেণীর জন্য কতিপয় উন্নত বিকল্প পদ্ধতির কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় ঃ

প্রথমত, অক্ষম লোকদের আত্মীয় স্বজন থাকলে তাকে যাকাতের অর্থ দিয়ে গরু, ছাগল, মুরগী, মাছের চাষ, বনায়ন ও ফলবান বৃক্ষের বীজ কিনে দিতে হবে। ঐ গরু, ছাগল ও অন্যান্য বিষয়গুলো তদারকি আত্মীয়টি করবে এবং তা থেকে সে নিজেও লাভ নিবে এবং অক্ষম লোকটিকেও আর্থিক সাহায্য করতে থাকবে। দ্বিতীয়ত, যাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই থাকলেও দায়িত্ব নিতে চায় না সে ক্ষেত্রে গ্রাম ভিত্তিক অক্ষম লোকদের সমস্ত যাকাতের টাকা একদল লোককে কমিটি করে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিটিতে গ্রামের ইমাম ও মুয়াজ্জিন অন্তর্ভুক্ত থাকলে ভাল হবে। এ কমিটি যে কোনো লাভজনক বিনিয়োগ অর্থ খাটিয়ে যেমন পল্ট্রি, ডেইরি, কুটির শিল্প, সেলাই মেশিন চালানো, দোকান চালানো, ঠেলা গাড়ী ক্রয় করে দিয়ে তাতে লাভ নিয়ে রিক্সা কিনে দিয়ে ভাড়া নেয়া ভ্যান ক্রয় করে দিয়ে ভাড়া নেয়া। পুকুরে মাছ চাষ, বাগানে ফল ফলানো, বনায়নে অর্থ খাটানো যেতে পারে। তাছাড়া অঞ্চল ভিত্তিক আমের জুস, আনারসের জুস, কমলার জুস তৈরী করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে লোককে নিয়োগ দিয়ে কাজগুলো করানো হলে লোকেরাও লভ্যাংশ থেকে বেঁচে যাবে। আবার

www.amarboi.org

তারাও কাজ পাবে। তৃতীয়ত, অর্থ দিয়ে পরিকল্পনা করে লাভজনক ব্যবসা, ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প, পোল্ট্রি, মাছের চাষ, ডেইরী, দোকান ও শপিং সেন্টার তৈরী করে দিয়ে তাতে বেকার শ্রেণীকে নিয়োগ দান করা হলে তাতে সবচেয়ে ভাল হবে। কারণ বাংলাদেশে তীব্র বেকার সমস্যাও দূর হবে আবার দেশের উৎপাদনও বাড়বে। অন্য দিকে লভ্যাংশ থেকে গরীব অক্ষম লোকেরাও ভাতা পেয়ে চলতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত পদ্ধতিই বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায় যথোপযুক্ত। এতে কয়েকটি লিংক ফলাফল দেখা দিবে। (১) অক্ষম লোকগুলো লভ্যাংশ থেকে চলতে পারবে। (২) বেকার সমস্যার সমাধান হবে (৩) বিনিয়োগ বাড়বে। (৪) উৎপাদন বাড়বে, (৫) রপ্তানী বাড়বে, (৬) আমদানী কমবে। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রাপ্ত যাকাত ৬,৫০০ কোটি টাকা থেকে ১,৫০০ কোটি টাকা এ অক্ষম শ্রেণীর জন্য বাজেট করা যেতে পারে। ৫ বছরে ১,৫০০ কোটি টাকা এ খাতে বিনিয়োগ করলে ৫ বছর মোট বিনিয়োগ ৫×১৫০০ =৭,৫০০ কোটি টাকা হবে। এ সময়ের মধ্যে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, ডেইরি, পোল্ট্রি, মাছের চাষ, বনায়ন ও ফলবান বৃক্ষ লাগানো ১২×৫=৬০ লক্ষ লোককে লভ্যাংশ থেকে মাসিক ভাতা দিয়ে বাঁচানো যাবে, অন্যদিকে পাঁচ বছরে ২০ লক্ষ লোককে নিয়োগ দান সম্ভব হবে। এভাবে সরাসরি ৮০ লক্ষ লোক চলতে পারবে। তাদের পরিবারের ৪ জন করে লোক বিবেচনা করলে ৪×৩.২০ কোটি লোক পুনর্বাসিত হবে। বাংলাদেশে প্রতি ১০ জনে একজন অক্ষম হিসেব করলে। ১.৩ কোটি লোক অক্ষম বিবেচনা করা যায়। এর মধ্যে ৬০ লক্ষ লোকই গরীব পরিবারের হতে পারে। অথচ বাংলাদেশের সমস্ত অক্ষম লোক পাঁচ বছরের মধ্যে শিল্প কারখানার লাভ, দোকানের লাভ, পোল্ট্রি, ডেইরি ও বনায়নের লাভ থেকেই বাঁচতে পারবে। অন্যদিকে দেশ পণ্য পাবে যা নিজের দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানী করা যাবে। আমাদের দেশের অনেক অর্থনীতিবিদ যাকাতের অর্থ দিয়ে মশারী, লেপ, তোষক, পায়খানা বানিয়ে দিতে চায়, আমি তার পক্ষপাতি নই, তার কারণ, তীব্র বন্যার স্রোত সামান্য খড়কুটা দিয়ে আটকানো যাবে না। বাংলাদেশে দারিদ্রতা দূর করতে হলে বড় ধরনের ধাক্কা দিতে হবে। রোজেস্টাইন রোডান বলেন, গরীব দেশগুলো বড় আকারের বিনিয়োগ না করতে পারলে দারিদ্র চক্রকে ভেঙ্গে উন্নতির চক্রে গমন করতে ব্যর্থ হবে।[২১] নাক্সও দারিদ্রের দুষ্ট চক্রকে ভেঙ্গে উন্নতির জন্য বৃহৎ ধাক্কার কথা বলেছেন।[২২] কলিন ক্লার্কের মতে একটি দেশের জাতীয় আয়ের ২৫% বিনিয়োগ হলে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। এ ক্ষেত্রে যাকাত ও অন্যান্য রাজস্ব আয় দিয়ে সরকারের

www.amarboi.org

উন্নয়নমূলক ব্যয় ২৫% হতে পারে এবং দেশের উন্নয়ন দ্রুত গতিতে চলতে পারে। বৃহৎ ধাক্কা হতে হবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে গরীবদের কাছ থেকে। কারণ তাদের রয়েছে ভোগ বৃদ্ধির অফুরন্ত সম্ভাবনা। ধনী শ্রেণী ভোগ করছে না তারা শুধু বিনিয়োগ করছে সুতরাং যাকাতের অর্থ অক্ষম ও বেকার শ্রেণীর কাছে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হওয়ার অর্থ ভোগ ও বিনিয়োগ বেড়ে সামগ্রিক চাহিদা বেড়ে যাওয়া। সামগ্রিক চাহিদা বাড়লেই ধনীদের পণ্যগুলোর চাহিদা বাড়বে এবং শিল্পপতিরা লাভবান হবে মন্দা দূর হবে।[২৩] এ ক্ষেত্রে ৫ বছরে ৭,৫০০ কোটি টাকা ব্যবহার করা হলে অক্ষম লোকেরা মশারী, লেপ, তোষক, পোশাক ও ল্যাট্রিন নিজেরাই তৈরী করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গরীব যারা কাজ করতে সক্ষম তাদেরকে নিয়ে আরো বড় ধরনের পরিকল্পন করা যেতে পারে। এই শ্রেণীর মাঝে পরিকল্পনা মত অর্থ ব্যবহার করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের অর্থনীতি পাঁচ বছরের মধ্যে মাঝারী ধনীদের পর্যায়ে চলে যেতে পারে। যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক তাই দারিদ্র বিমোচন কৃষিকেই প্রধান কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। কৃষি আদিম পদ্ধতি হলেও কোনো দেশই কৃষি বিপ্লব ছাড়া শিল্পবিপ্লব করতে পারে নাই। বৃটেন ও জাপান কৃষিবিপ্লবের পথ ধরেই শিল্পবিপ্লব সম্ভব করেছিল। সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন কৌশল প্রাথমিকভাবে কৃষি ভিত্তিক শ্রম নির্ভর হতে হবে।[২৪] হঠাৎ করে শিল্পবিপ্লব বাংলাদেশে পুঁজির অভাবে মাঠেমারা যাবে। যাকাতের অর্থ দিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় কৃষির উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হলে শিল্পের উন্নয়ন কৃষির মাধ্যমেই সম্ভব হবে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান হওয়া সত্ত্বেও আমরা এখনও কৃষি পণ্যে স্বনির্ভর হতে পারেনি। বাংলাদেশকে অনেক কৃষি পণ্য আমদানী করতে হয়। পুষ্টি সমস্যা দূর বাংলাদেশে প্রকট। বিদেশ থেকে প্রতি বৎসর দুগ্ধজাত পণ্যে আমদানী ব্যয় প্রায় ১০০০ কোটি টাকা। তাছাড়া গরু বিদেশ থেকে আমদানী না করলে আমাদের কুরবানী দেয়ার সমস্যা হয়। এমনকি বিদেশ থেকে ডিম আমদানী করতে হয়। তাই পুষ্টি সমস্যা দূর করার জন্য যাকাত দিয়ে এক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায় তাই কর্মক্ষম গরীব শ্রেণীর মাঝে এক সেট কৃষির উপকরণ প্রদান করে যাকাত দ্বারা দেশকে উন্নয়নের দিকে নেয়া যায়। গরীব শ্রেণীর জন্য প্রতি বছর ২০০০ কোটি টাকা করে ৫ বছর ১০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পর বাংলাদেশে আর কোনো গরীব শ্রেণী খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ বিষয়টির ভাষাগত, গাণিতিক ও চিত্র ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হলো ঃ

www.amarboi.org

প্রথমে ভাষাগত বিশ্লেষণ করা হলো। ইতিপূর্বে এক সেট কৃষি উপকরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই এক সেট কৃষি উপকরণের জন্য ২০,০০০ টাকা বাজেট করতে হবে। বর্তমান কালে ২০,০০০ টাকায় হযরত উমর রা.-এর সময়কার যাকাত দান নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ। তা থেকে ১০,০০০ টাকার একটি গাভী, ২০০০ টাকার ছাগী, ১০০০ টাকার মুরগীর বাচ্ছা অথবা (পোল্ট্রির বাচ্চা) ৪০ টাকা করে ৫০টি বাচ্চা, ৩০০০ টাকার (বিভিন্ন রকমের গাছের বীজ) বনায়ন ৪০০০ টাকার মাছের চাষ করার পরিকল্পনা করতে হবে। তবে অঞ্চল ভিত্তিক বা ব্যক্তি বিশেষ গরু, ছাগল, মুরগী ছাড়া বাকীগুলো ফলবান গাছ অথবা দ্রুত বর্ধনশীল শিশু ও মেহগনি গাছ অথবা সামান্য ভূমি থাকলে সবজী বাগান তৈরী করা যেতে পারে। এভাবে একসেট কৃষি কর্মসূচী দিলে কৃষকরা যথার্থভাবে হযরত ওমর রা.-এর কথামত ধনী হতে পারবে। যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০,০০০ টাকার বাজেট অনুযায়ী প্রথম বছরে ২০০০ কোটি টাকা থেকে ১০ লক্ষ লোককে যাকাতের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা যাবে। ক্রমাগত ৫ বছরে ৫০ লক্ষ লোককে এভাবে যাকাতের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োজিত করা যাবে তাছাড়া প্রতিটি পরিবারের লোক সংখ্যা ৫ হলে ৫০×৫=২৫০ বা ২.৫ কোটি লোক সরাসরি উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে। তাছাড়া কর্মসূচী থেকে পরোক্ষভাবে ২০ লক্ষ লোক নিয়োগ পাবে তা থেকে ২০×৫=১০০ লক্ষ লোক উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারবে। মোট সুফল পাবে ৩.৫ কোটি লোক। একসেট কৃষি উপকরণের মাধ্যমে যাকাত প্রদান করলে পাঁচ বছরের মধ্যে গরুর সংখ্যা বাড়বে, ছাগলের সংখ্যা বাড়বে, মুরগী বাড়বে, ডিম বাড়বে, ফলে বাংলাদেশ থেকে চিরদিনের মত পুষ্টি সমস্যা দূর হবে। বাংলাদেশে এখন (২০০২) পশুর সংখ্যা আছে ৬.৬২ কোটি আর তখন এর সংখ্যা ১২ কোটি হবে। তবে প্রাথমিক অবস্থায় পরিকল্পিতভাবে গাভী ও ছাগী আমদানী করতে হবে। নতুবা ততটা বাড়বে না। কিভাবে দিগুণ পশু হবে তা হিসাব করে দেখানো হলো ঃ

১ম বছরে বাছুরসহ গাভী আমদানী = ২০ লক্ষ
২য় বছরে বাছুরসহ গাভী আমদানী = ২০ লক্ষ
৩য় বছরে বাছুরসহ গাভী আমদানী = ২০ লক্ষ
৪র্থ বছরে বাছুরসহ গাভী আমদানী = ২০লক্ষ
৫ম বছরে বাছুরসহ গাভী আমদানী = ২০লক্ষ

= ১০০ লক্ষ

www.amarboi.org

১ম বছরে গাভীগুলো ৫ বছরের মধ্যে ৩টা করে বাছুর দিলে	১০X৩ = ৩০ লক্ষ
২য় বছরে গাভীগুলো ৪ বছরের মধ্যে ২টা করে বাছুর দিলে	১০X২ = ২০ লক্ষ
৩য় বছরে গাভীগুলো ৩ বছরের মধ্যে ৩/২ টা করে বাছুর দিলে	১০X৩/২ = ১৫ লক্ষ
৪র্থ বছরে গাভীগুলো ২ বছরের মধ্যে ৩/২ টা করে বাছুর দিলে	১০X৩/২ = ১০ লক্ষ
	৭৫ লক্ষ
১ম বছরে বাছুরগুলোর অর্ধেক গাভী হলে পাঁচ বছরের মধ্যে	৫X২ = ১০ লক্ষ
২য় বছরে বাছুরগুলোর অর্ধেক গাভী হলে চার বছরের মধ্যে	৫X৩/২ = ১৭.৫ লক্ষ
৩য় বছরে বাছুরগুলোর অর্ধেক গাভী হলে তিন বছরের মধ্যে	৫X১ = ৫ লক্ষ
	২২.৫
ষাঁড় গরু হবে	২২.৫
	৪৫ লক্ষ

মোট গরুর সংখ্যা হবে =১.০০+.৭৫+.৪৫=২.২০ কোটি। এমনকি গাভীগুলো বাৎসরিকভাবে বাছুর দিলে তার চেয়ে আরো বেশী গরু হতে পারবে। বাছুরগুলো আরো বেড়ে যাবে এভাবে প্রায় ২.৫ কোটি গরু বাড়বে। তবে কিছু মারা গেলেও এই ক্ষেত্রে ২.৫ কোটির কম হবে না।

যেহেতু ছাগল গাভী থেকে তাড়াতাড়ি বাচ্চা দেয় তাই তাদের সংখ্যা আরো বাড়বে। সেই সেই ক্ষেত্রে ছাগী ৫ কোটিতে পরিণত হবে। তবে এই ক্ষেত্রে ছাগী আবার প্রতিবার দুটি বাচ্চা দেয় তাই ছাগল সংখ্যা ৭ কোটিতে বেড়ে যাবে। এভাবে গরু ও ছাগলের মিলে ৫ বছরের মোট পশুর সংখ্যা বাড়বে ২.৫+৭=৯.৫ কোটি। অন্যদিকে বর্তমানে আছে ৬.৬২ কোটি সুতরাং মোট পশুর সংখ্যা হবে = ৯.৫+৬.৬২=১৬.১২ কোটি যা ইতিপূর্বে হিসাব থেকেও বেশী হবে। যদি আমরা দিগুণ বিবেচনা করি তবে ২+৫=৭ কোটি বাড়বে। মুরগীর বৃদ্ধি বেশী তাই মুরগী বেঁচে থাকলে ৫০টি বাচ্চা থেকে বৎসরেই প্রায় ৫০X৫০ = ২৫০০ কোটি হবে।

এভাবে গরু ছাগল ও মুরগী বেড়ে দেশের অর্থনীতি পাল্টিয়ে দেবে। অন্যদিকে মাছের চাষ ও বৃক্ষ রোপণ থেকেও অনেক সুবিধা আসবে। গাছের বৃদ্ধিতে প্রকৃতির ভারসাম্য ফিরে আসবে। ফলবান বৃক্ষ থেকে আসবে অনেক ফল। হাদীসে আছে, কোনো ব্যক্তির বৃক্ষ রোপণের ফলে যে ফল হয় তা পাখী ভক্ষণ করলেও ছদকার সওয়াব লাভ করা যায়।[২৫] সুতরাং গরু, ছাগল, মুরগীর ডিম, মাছ, বৃক্ষ, ফল, সবজি নিয়ে দেশের পুষ্টিতে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। ইতিহাসে লেখা আছে বাংলাদেশে এককালে গোয়াল

www.amarboi.org

ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, গোলা ভরা ধান ছিল তার দিকেই দেশ আবার ফিরে যাবে তাই কুরআনের ভাষায় বলা যায় ঃ

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○

"তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাকাত বাবদ যে অর্থ দান করে থাক একমাত্র তার মধ্যেই ক্রমবৃদ্ধি হয়ে থাকে।"

–সূরা আর রূম ঃ ৩৯

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ ـ البقرة : ٢٦١

"যারা নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় (যাকাত দেয়) করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে প্রত্যেকটি শীষে থাকে একশত শস্যকণা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।"[২৬]–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬১

গরু, ছাগল, মুরগী, মাছ ও গাছকে এক সেট কৃষি উপকরণ হিসেবে কেন গ্রহণ করা হলো তা নিয়ে অনেকের মধ্যে নানা মত থাকতে পারে। বাংলাদেশ একটি কৃষি ভিত্তিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও গরুর তীব্র অভাবে বিদেশ থেকে গরু এনে কুরবানী দিতে হয়। আমাদের দেশে দুধের তীব্র অভাব। শহরে কোনো গাভীর খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না। প্রতি বছর দুধের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা চলে যায়। এমনকি প্রতি বছর দুধের জন্য ১০০০ কোটি টাকা আমদানী ব্যয় হয়। এ দেশে শহরগুলোতে অনেকে গাভীর দুধ খেতে পায় না। খেলেও পানি মিশানো দুধ অথবা গুড়ো দুধ খেতে হয়। এরূপ অবস্থায় প্রচারের সময় টেলিভিশনে আমাদের দেশের শিশুরা দুধের দেশ নিউজিল্যাণ্ডকে মোদের দেশ বলে আখ্যায়িত করে। এ শিশু খাদ্যটিতেও আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছি। এ ব্যর্থতাকে দূর করার জন্যই পরিকল্পিতভাবে গাভী আমদানীর জন্য যাকাত ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। পাঁচ বছর এরূপ করার পর বাংলাদেশ দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ তার পাশাপাশি গরু আমদানীও বন্ধ হবে। এভাবে চির দিনের জন্য বাংলাদেশ দুধ ও গরু আমদানী থেকে বেঁচে গেলে বছরে ১৫০০ কোটি টাকা আমদানী ব্যয় হ্রাস পাবে।

www.amarboi.org

দ্বিতীয়ত ঃ বাংলাদেশের পুষ্টি সমস্যার সমাধানও হবে । দুধ, গোশত, ডিম, নিয়ে যে পুষ্টির সৃষ্টি হবে তাতে দেশের আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। এগুলো খেয়ে একদল কর্মঠ, পরিশ্রমী, বুদ্ধিদীপ্ত, সুঠাম দেহের লোক তৈরী হবে। এর ফলে আজ যারা যাকাত নিবে তারাই ভবিষ্যতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও শিল্পপতি হবে। এ সমস্ত উন্নত খাদ্য খাবার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ব্যাপক উন্নতি ঘটবে।[২৭]

তৃতীয়ত ঃ দুধকে সবাই সুষম খাদ্য বলে, এ খাদ্য গ্রহণের ফলে পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা ও রোগ ব্যাধি কমে যাবে। ফলে দেশে চিকিৎসা ব্যয় অনেক হ্রাস পাবে। কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝

"এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কাউকে ভক্ষণ কর তাদের পিঠে ও নৌযানে তোমরা আরোহণ করে চলা ফেরা করে থাক।"[২৮] –সূরা মু'মিনূন ঃ ২১-২২

হাদীসে আছে ঃ দুধ পানের সময় রাসূল স. দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং আরো বেশী দান করুন।' এর চাইতে উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি। কারণ মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোনো খাদ্য নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুকে প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন থেকে লাভ করে।–কুরতুবী

চতুর্থত ঃ বাংলাদেশের জনগণ কৃষি কাজে পারদর্শী। এ কাজ সহজেই করতে পারে। অন্য কোনো কাজ যেমন শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করার ক্ষমতা এই নিম্ন শ্রেণীর লোকদের নেই। তাছাড়া ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো চালানোর জন্য ট্রেনিং-এর প্রয়োজন। তা তাদের নেই।

পঞ্চমত ঃ দুধ, গোশত, ডিম ইত্যাদি পণ্যের চাহিদাও কমবে না। এগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় হওয়ায় নিজের দেশের ভেতরেই চাহিদা থাকবে। এমনকি বিদেশে রপ্তানী করা যাবে। কিন্তু শিল্প পণ্যে এরূপ বিনিয়োগ করলে হঠাৎ করে দেশে ও বিদেশে বিক্রি সমস্যা দেখা দেবে।[২৯]

www.amarboi.org

ষষ্ঠত ঃ গোশত, দুধ, ডিম, ফল, শবজি ও গাছ বিক্রির জন্য একদল ব্যবসায়ী ও মধ্যঃস্বত্ব ভোগী সৃষ্টি হবে। কমপক্ষে বিশ লক্ষ লোক এই ক্ষেত্রে ব্যবসা করতে পারবে। দুধ থেকে মিষ্টি, দধি, রস মালাই, ঘি, মাখন, সন্দেস, চমচম তৈরী হবে। গোশত, ডিম থেকে তৈরী হবে বিভিন্ন বেকারী পণ্য ও কেক। তাছাড়া হোটেলগুলোতে গোশত, ডিম, মাছ ও দুধের যোগান বেড়ে যাবে। সৃষ্টি হবে ব্যবসা চক্র। গাছ থেকে ফার্নিচার ও টিম্বার কোম্পানী গড়ে উঠবে। এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া জাগবে।

সপ্তমত ঃ দুধ, ডিম, মাছ বিক্রির জন্য শুরু হবে মিল্ক ভিটার মত অনেক ফার্ম। তাছাড়া ডিম ও মাছের আড়তদার ও ব্যবসায়ী তৈরী হবে। গ্রাম থেকে শহরে এ সমস্ত পণ্য পরিবহনে ও বন্টনে গাড়ীর চাহিদা, ড্রাইভারের চাহিদা, ভ্যানের চাহিদা, দোকানদারের চাহিদা বাড়বে। সুপার ভাইজার ও এজেন্ট প্রয়োজন হবে। এভাবে প্রায় ২০ লক্ষ লোক চাকুরি পাবে। প্রতিটি পরিবারের গড়ে ৫ জন লোক বিবেচনা করলে ১ কোটি লোকের জীবন যাত্রার মান পূর্বের চেয়ে উন্নত হবে।

অষ্টমত ঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থতা দেখা দিতে পারে তবে এ ব্যর্থতার জন্য একটি নষ্ট হলেও আর একটি দ্বারা পুষিয়ে টিকে থাকতে পারবে। ২০% গরু, ছাগল, মাছ ও মুরগীর মৃত্যু হলেও বাংলাদেশকে আর কোনো দিন গরু, দুধ, মাছ আমদানী করতে হবে না। ফলে এ খাতের আমদানী ব্যয় শূন্য হবে। এমনকি পাঁচ বছর পরে বাংলাদেশই অন্যদেশে এ সমস্ত পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। তবে প্রাথমিক অবস্থায় ৪ বছর পরিকল্পিতভাবে আমদানী করতে হবে।

নবমত ঃ দুধ, ডিম, মাছ, গাছ, ফল থেকে প্রত্যাশিত লাভ বিবেচনা করা এভাবে ২০% গাভীকে বাদ দিয়ে প্রথম বছরের দশ লক্ষ গাভীর মধ্যে ৮ লক্ষ গাভীর দুধ হবে নিম্নরূপ ঃ

গড়ে ২.৫ কেজি দুধ হলে = ৮×২.৫×৩৬৫ কেজি বছরের দুধ পাওয়া যাবে। =৭৩০০ লক্ষ কেজি দুধ।

গ্রামের দাম ধরে প্রতি কেজি দুধের দাম ১৫ টাকা বিবেচনা করলে মোট অর্থ হবে = ১৫×৭৩০০ লক্ষ টাকা=১০৯.৫০০ লক্ষ টাকা=১০৯৫ কোটি টাকা। কিন্তু শহরে আসলে তার মূল্য সংযোজন হয়ে ২৮ টাকা কেজি হলে ২০০০ কোটি টাকা হবে। কিন্তু এই দুধকে মিষ্টি, দধি, মাখন, ঘি, রসমালাই, চমচম, ছানা ও অন্যান্য উন্নত পণ্যে তৈরী করলে তার দাম ২৫০০ কোটিতে পরিণত হবে।

www.amarboi.org

ছাগলের দুধ, মুরগীর ডিম, গোশত, গাছ, সবজি, মাছ মিলে=১৫০০ কোটি হলে মোট অর্থ আসবে প্রতি বছরে ২৫০০+১৫০০= ৪,০০০/- কোটি টাকার সমান।

ক্রমাগত পাঁচ বছরের ক্ষেত্রে আসবে	= ৪০০০×৫ =	২০,০০০/-
৪ বছরের ক্ষেত্রে আসবে	= ৪০০০×৪ =	১৬,০০০/-
৩ বছরের ক্ষেত্রে আসবে	= ৪০০০×৩ =	১২,০০০/-
২ বছরের ক্ষেত্রে আসবে	= ৪০০০×২ =	৮,০০০/-
		৬০,০০০/-কোটি
গরু, ছাগল, মুরগী, গাছের আসল মূল্য হবে =		৩০,০০০/-
		মোট = ৯০,০০০/-

এ খাতে ৩ ভাগের ১ ভাগ অপচয় বাদ দিলে বা গাভী সবসময় দুধ দিবে না বিবেচনা করলে মোট অর্থ হবে ৬০,০০০ কোটি টাকা। ১০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ থেকে ৫ বছর পর কমপক্ষে ৬০,০০০ হাজার কোটি টাকা হবে। এটা বর্তমান জাতীয় আয়ের ৫ ভাগের ১ভাগ। বর্তমানে যাদের কাছে কোনো টাকাই নেই তারা যদি ৬০,০০০ কোটি টাকা পায় তবে ভোগ চাহিদা, বিনিয়োগ চাহিদা ও নিয়োগ বাড়বে ফলে অর্থনীতি গতিশীল হবে। অন্যদিকে এই খাতে মোট ২.৫+১.০০=৩.৫০ কোটি লোক সরাসরি ও পরোক্ষভাবে বেঁচে থাকার উপায় পাবে।

দশমত ঃ গরুর দ্বারা কৃষি কাজও করা যাবে, চাষাবাদেও ব্যাপক সুবিধা আসবে, এই খাতেও কয়েকশ কোটি টাকা উপার্জন হবে। গরুর গোবর থেকে জৈব সার হবে। এ জৈব সার ব্যবহার করে ইউরিয়া সারের ২০% ব্যবহার কমাতে পারলে ১০০০ কোটি টাকা ৫ বৎসরে বেঁচে যাবে। রাসায়নিক সারের প্রতিক্রিয়া থেকেও জমির উর্বরতা শক্তি বজায় থাকবে। গোবর থেকে বায়োগ্যাস ব্যবহার করলে বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে কয়েকশ কোটি টাকা বেঁচে যাবে। গরু ছাগলের চামড়া থেকেও কয়েকশ কোটি টাকা আসবে। বহুমুখী প্রভাবের ফলে দেশে কোনো অভাব থাকবে না। ইতিপূর্বে যারা যাকাত গ্রহীতা ছিল তারাই ৫ বছর পরে যাকাত দাতা হওয়ারও সম্ভাবনা দেখা দিবে।

৫ বছর পর আর এ কৃষি উপকরণ সেট প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ তখন বাংলাদেশে এ সেটের নতুন কোনো চাহিদা থাকবে না। এমনকি আমদানী

www.amarboi.org

বন্ধ হয়ে রপ্তানী করতে হবে। তাই তখন আধুনিক শিল্পভিত্তিক সেট প্রয়োগ করতে হবে।

ধনীদের লাভ সম্পদ বৃদ্ধি

যাকাতের ফলে গরীবদের পাশাপাশি ধনীদেরও ব্যাপক উন্নতি ঘটবে। কারণ আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, যাকাত পরিবর্ধন বা ক্রমবর্ধক এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করলে ধনীরা অবশ্যই যাকাত দানে ব্যস্ত হবে। কিন্তু বর্তমানে যাকাত নিয়ে কেউই লাভবান হয় না আবার দাতারাও কোনো সুবিধা পায় না। তাই যাকাতও দিতে চায় না। কিন্তু সঠিক ইসলামী নীতি অনুযায়ী যাকাত দিলে ধনীরা গরীবদের চেয়েও অনেক বেশিগুণে লাভ পাবে যা সূরা বাকারার ২৬১ আয়াতে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় বলা হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে সবচেয়ে ধনী ৫% লোকের কাছে মোট সম্পদের ২৫% রয়েছে (২০০২ সালের হিসাব) তারাই শিল্পপতি, বড় ব্যবসায়ী এবং ব্যাংকের মালিক। এই ৫% লোকের ধনকে যাকাত আরো ধনী করবে। কারণ তাদের পণ্যগুলো এখন মাত্র ৪০% লোক ক্রয় করতে পারে আর বাকীরা তাদের পণ্য ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়ে কোনো ভাবে অভাব অনটনে পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতায় জীবন যাপন করছে। কিন্তু যাকাত প্রয়োগ করার ফলে (উল্লেখিত নীতিতে) গরীব শ্রেণীরা ক্রমান্বয়ে ক্রয় ক্ষমতা পাবে এমনকি পাঁচ বছরের শেষে তাদের মধ্যে অনেকেই মাঝারী আয়ের লোক হবে। এর ফলে ধনীদের পণ্যের চাহিদা নিজের দেশেই বেড়ে যাবে। ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে ধনীদের বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন হবে, ফলে নিয়োগ বাড়বে। কেইন্‌স বলেন, সামগ্রিক চাহিদার অভাবে সমাজে ভোগ কম হয়। বিনিয়োগ কম হয়। যেহেতু ভোগ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা বাড়বে ফলে ধনী শ্রেণীর দ্রুত উন্নতি ঘটবে। যে সমস্ত ব্যবসায়ীর এখন বিদেশে ক্রেতা খুঁজতে হয় তারা দেশেই ক্রেতা পেয়ে যাবে ফলে পরিবহন ব্যয় ছাড়াই নিজের দেশে অধিক লাভে পণ্য বিক্রি করে বেশী লাভবান হতে পারবে। এর ফলে যে ব্যবসায়ী এখন ১০০ কোটি টাকার মালিক পাঁচ বছরে ২০০/৩০০ কোটি টাকার মালিক হবে।[২৯]

বর্তমানে বাংলাদেশে পোশাক রপ্তানীর ৪০% আমেরিকাতে হয়ে থাকে। কিন্তু মন্দা ও যুদ্ধের কারণে আমেরিকা পোশাক নিচ্ছে না, ফলে পোশাক শিল্পে সংকট দেখা দিচ্ছে । এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণের ক্রয় ক্ষমতা না থাকার কারণেই এ সমস্যা। কিন্তু বাংলাদেশে যদি পোশাক পরার মত ৬০% লোকেরও ক্রয় ক্ষমতা থাকত তাহলে এ ধরনের সমস্যায় পড়তে

www.amarboi.org

হতো না। বাংলাদেশ আমেরিকা পোশাক বাণিজ্যের মাত্র ০.০০২% দখল করছে তাতেই বাংলাদেশের রপ্তানী ৪০% ভাগ নির্দেশ করে। সুতরাং আমেরিকার জনগণের কত ক্রয় ক্ষমতা আছে তা প্রকাশ করছে। কিন্তু মন্দার কারণে এ চহিদা হ্রাস পাচ্ছে। যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি থাকলে আমেরিকাতেও মন্দা হত না। অন্যদিকে বাংলদেশে যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু হলে পোশাকের ক্রেতা নিজের দেশেই সৃষ্টি হওয়ার কারণে দেশে সংকট দেখা দিতো না। এর ফলে শিল্পপতিরা সহ সব ব্যক্তিই সংকট মুক্ত থাকতে পারতো। (পরে চিত্রে মন্দা ও বাণিজ্যচক্র রোধে যাকাতের ভূমিকা আলোচনা করা যাবে।) কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে পোশাক শিল্প পাটের মত করুণ ট্রাজেডি পণ্য হওয়ার আশংকা আছে।[৩০]

যে সমস্ত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি চামড়া শিল্পের মালিক তাদের লাভ প্রচুর বাড়বে কারণ গরু, ছাগলের চামড়া থেকে বর্তমানে বাংলাদেশের ১৯০.২৬ মিলিয়ন ডলার আয় হয়। যাকাতের অর্থ উল্লেখিতভাবে ব্যয় করলে তার দ্বিগুণ ৪০০ মিলিয়ন ডলার আয় হবে। জুতা কোম্পানীর লোকেরাও বেশী উপার্জন করতে পারবে।

বাংলাদেশের গরীব শ্রেণীর ৫ কোটির মধ্যে ১ কোটি শিশু থাকলে এই শিশুরা এখন স্কুলে যেতে পারে না কিন্তু যাকাত প্রয়োগ করলে ঐ শ্রেণীর লোকের সন্তানরা স্কুলে পড়ার সুযোগ পাবে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, মেডিকেল কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বেড়ে যাবে তাতে মাঝারী ধনীরা চাকুরী ও ব্যবসা পাবে অথবা পরিচালক হবে। এ ক্ষেত্রে ৫ বছর পরে কমপক্ষে-২ লক্ষ শিক্ষক কর্মচারী ও পরিচালক প্রয়োজন হবে। সবাই শিক্ষিত হলে দেশও উন্নত হবে। এর কারণে অন্যান্য ক্ষেত্রেও লিংক প্রভাব পড়বে।

ধনী শ্রেণীর আরো লাভ হবে। বর্তমানে অনেক বস্তি সমস্যা রয়েছে। রিকশার কারণে শহরে যানজট সমস্যা দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ধনীরাও গাড়ী নিয়ে শহরগুলোতে ব্যবসা বাণিজ্য ও চলাচলে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। একসেট কৃষি উপকরণের দ্বারা শহরের রিকশা চালক যানজট ও বস্তি সমস্যা সমাধান হবে। যদি গ্রামে যাকাত দান নীতি প্রয়োগ করা হয় তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে গরীবরা দৈনন্দিন শহরগুলোতে ছুটে আসবে না। ফলে শহরগুলোতে অধিক লোকের ভির জমা হবে না, বস্তি সমস্যাও থাকবে না। রিকশাও কম থাকবে যানজটও থাকবে না। বর্তমানে দৈনিক ১১০০ লোক গ্রাম থেকে এসে ঢাকাতে ভিড় জমাচ্ছে তখন আর তা হবে না।-[দৈনিক সংগ্রামের রিপোর্ট][৩১]

www.amarboi.org

বাংলাদেশে অভাবের কারণে অনেকে ঘুষ, দূর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, প্রতারণা, জালিয়াতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে। যাকাতের মাধ্যমে এ সমস্ত লোক পুনর্বাসিত হলে শতকরা ৬০/৭০ জন এভাবেই ভাল হয়ে যাবে। তবে যারা অতি খারাপ তাদের জন্য আইনের আশ্রয় নিতে হবে। মকিম গাজী, পিচ্চি হান্নান, এরশাদ শিকদার দারিদ্র থেকেই সন্ত্রাসী হয়েছে।

বেকার ও সন্ত্রাসের সাথে সহসম্পর্ক আছে তাই বেকারত্ব ও অভাব মোচন হলে এভাবেই অনেক লোক খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকবে। ১৯৯৬ সালে শেয়ার মার্কেটে অনেক লাভ হওয়ার কারণে অনেক লোক শেয়ার বাজারের দিকে ভিড় করে। ফলে ঢাকাতে আইন শৃংখলার অনেক উন্নতি হয়। কিন্তু শেয়ার মার্কেটের ধস নামার সাথে সাথে আবার আইন শৃংখলার অবনতি ঘটে। এতে প্রমাণিত হয় নিম্ন শ্রেণী ও বেকারদেরকে অর্থ প্রদানের সুযোগ দান সম্ভব হলে আইন, শৃংখলা পরিস্থিতির অনেক উন্নত হবে। ফলে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি কমবে, দেশের ধনীরা তা থেকে ব্যাপক সুবিধা লাভ করতে পারবে।[৩২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, যাকাত ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যবহার করা হলে বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন হওয়ার পাশাপাশি ধনীদের অবস্থার আরোও উন্নতি হবে। সুতরাং যাকাত ধনী ও গরীব উভয় শ্রেণীর জন্যই কল্যাণকর। যাকাতের প্রভাবে পাঁচ বছরে কি অবস্থা হবে তার কিছু ইঙ্গিত উপরে আলোচনা করা হয়েছে। যাকাতের প্রভাবগুলো আরো দীর্ঘ মেয়াদী চিন্তা করলে সুফল ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। পাঁচ বছর পর শিক্ষা, শিল্প, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক কর্মসূচীতে যাকাত ব্যবহার করলে তার ফলাফল আরো বেশী হবে। এমনও অনেক বিনিয়োগ আছে শত শত বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং ক্রমাগত চলতে থাকলে তাতে দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি শত বছর চলতে থাকবে। মিল-কারখানার বৈজ্ঞানিক কলা কৌশল আধুনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেকার শ্রেণীকে নিয়োগ দানে সক্ষম হলে যতদিন এ সমস্ত বিষয়গুলোর প্রভাব থাকবে ততদিন দেশও সুবিধা পেতে থাকবে। কৃষিতে উন্নত বীজ উদ্ভাবন, মিল অধিক উৎপাদনের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার সম্ভব হলে জনগণের জন্য বয়ে আনবে প্রভূত কল্যাণ যা দেশ ও জাতির উন্নয়ন ছাড়া সমস্ত পৃথিবীর উন্নয়নের মডেল হতে পারে। তাই আল্লাহ বলেন ঃ

فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

"তুমি আমার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?"

www.amarboi.org

নিম্নে গাণিতিকভাবে যাকাতের প্রভাব আলোচনা করা যাক ঃ

১. বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে যাকাত প্রদানের প্রভাব ঃ[৩৩]

আমরা জানি $Y=C+1+G$..... (1) Y জাতীয় আয়

$C=a+b\ (Y-Z+R)$.....(2) C ভোগ

$1=Io.,\ G = Go$.....(3) I বিনিয়োগ

G সরকারী ব্যাংক

Z যাকাত

R হস্তান্তর ব্যয়

b প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা

১ নং সমীকরণে ২ ও ৩ নং থেকে মান বসিয়ে পাই

$$Y= a+b\ (Y-Z+R)+I_o.+G_o....(4)$$

$$Y-by = a-bz+bR+I_o+G_o.$$

$$Y\ (1-b)=a-bz+bR+I_o.+G_o.$$

$$y =(a-bz+bR+I_o+G_o)/(1-b)\ ....(5)$$

এখন মনে করি ২০০১/০২ সালে যাকাত ΔZ পরিমাণ ধনী শ্রেণী প্রদান করলে হস্তান্তরিত হয় ΔR ব্যয় পরিমাণ (বর্তমানে তাই হচ্ছে) তা হলে ৫নং সমীকরণ হবে।

$$Y+\Delta Y=\{a-b(Z+\Delta Z)+b(R+\Delta R)+Io+Go\}/1-b\} \ (6)$$

6 নং 5 নং এর মান বিয়োগ করে পাই ঃ

$$\Delta Y=(b\Delta R-b\Delta Z)/1-b$$

$$\Delta Y/\Delta R= (b-b)/(1-b) \text{ কারণ } \Delta z=\Delta R$$

সুতরাং বর্তমান যাকাতের প্রভাব $\Delta Y=(0/1-b)=0$ যেহেতু ΔR, বর্তমানে শুধু অপরিকল্পিতভাবে ১০০০ কোটি টাকার যাকাত প্রদান করে তার প্রভাব $\Delta Y=(0/1-b)\times1000=0$ হবে। বাংলাদেশে যাকাত হিসেবে লুঙ্গি, শাড়ী, শার্ট, প্যান্ট ও খাবার পণ্য দেয়া হয় তাই এর ফলাফল শূন্য হয়। এমনকি লোক দেখানো যাকাতের প্রভাব ঋণাত্মক হয়, কারণ অনেক সময় যাকাত নিতে এসে অনেকে ভিড়ের কারণে মারা যায় বা পানিতে ডুবে মারা যায়। (পত্রিকার রিপোর্ট) কুরআনে লোক দেখানো যাকাত প্রদানের ব্যাপারে সূরা বাকারাতে কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে। এ কারণেই

www.amarboi.org

পশ্চিমা বিশ্ব আমাদের খাদ্য সাহায্য দেয় কিন্তু শিল্প উৎপাদনের লক্ষে সাহায্য কম দেয়। কিন্তু ইসলামী মতে হযরত ওমর রা.-এর পথকে অনুসরণ করে যাকাত প্রদানের ফলাফল হবে সুদূর প্রসারী।

২. ইসলামী মতে যাকাত আদায় ও প্রদানের ফলাফল ঃ[৩৪]

আমরা জানি জাতীয় আয়ের মডেল ঃ

$Y=C+1+G$.....(1)	Y= জাতীয় আয়
$C=C_1+C_2$.....(2)	C= ভোগ ব্যয়
$C_1=a+b\ (Y-z)$.....(3)	1=বিনিয়োগ ব্যয়
$C_2 = Zy$.....(4)	G=সরকারী ব্যয়
$1 = I_o$.....:.....(5)	C_1=যাকাত দাতাকে ভোগ ব্যয়
$G = G_o$ .....(6)	C_2= যাকাত প্রাপ্তদের ভোগ ব্যয়

* আউসাফ আহম্মদের ভোগ অপেক্ষক থেকে নেয়া হয়েছে।

১ নং সমীকরণে 2,3,4,5,6 এর মান বসিয়ে পাই।

$Y-by-zy = a-bz+I_o+G_o$

$Y(1-b-z)=a-bz+I_o+G_o$

$Y=(a-bz+I_o+Z_0)/1-b-z)$

Calculuse এর সাহায্যে পাই।

$dY/dI = 1/(1-b-z)$ [যেহেতু বিনিয়োগ হবে][৩৫] d দ্বারা বৃদ্ধি বুঝায়

সুতরাং জাতীয় আয় বৃদ্ধি হবে $dy = (1/1-b-z)d1$ পরিমাণ এখন যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের ভোগ প্রবণতা $b=MPC = 0.8$ এবং $z=.05$ সুতরাং $dy =(1/1-80-.05)d1$ হবে প্রাথমিকভাবে গরীবদের মাঝে ৩৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার জন্য যাকাতকে বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং জাতীয় আয় বেড়ে হবে—

$dy = (1/.15)3500$

$dy = 23333.33$

= 23333.33 কোটি টাকা এটা শুধু প্রথম বছরের হিসাব। ৫ বছরের হিসাবে প্রায় ১০০০০০/-কোটি টাকার উপরে চলে যাবে। ইতিপূর্বে শুধুমাত্র যাকাত প্রাপ্তদের অর্থের হিসাব করা হয়েছিল। কিন্তু অর্থনীতিতে গুণকের প্রভাবে জাতীয় আয় আরো বেশী বাড়বে কারণ ধনীদেরকে ঐ

www.amarboi.org

ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করব। সহজ করার স্বার্থে = ২০,০০০কোটি টাকা বিবেচনা করে পাওয়া যায়—

১ম বছরের বিনিময় থেকে	৫ বছর পরে	১,০০,০০০/- কোটি টাকা
এভাবে দ্বিতীয় বছরের বিনিয়োগ থেকে	৪ বছর পরে	৮০,০০০/- কোটি টাকা
তৃতীয় বছরের বিনিয়োগ থেকে	৩ বছর পরে	৬০,০০০/- কোটি টাকা
চতুর্থ বছরের বিনিয়োগ থেকে	২ বছর পরে	৪০,০০০/- কোটি টাকা
পঞ্চম বছরের বিনিয়োগ থেকে	১ বছর পরে	২০,০০০/- কোটি টাকা
	সর্ব মোট	৩,০০,০০০/- কোটি টাকা

বাড়বে। বর্তমানে ৩,০০,০০০ কোটি টাকা আছে।৩৬ সুতরাং সর্বমোট জাতীয় আয় ৫ বছর পরে উল্লেখিত ব্যয় থেকে আয় হবে ৬,০০,০০০ কোটি টাকা।

অর্থাৎ বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিমাণ সম্পদ আছে পাঁচ বছরে তা বেড়ে দ্বিগুণ সম্পদে পরিণত হতে পারে যদি গুণকে কোনো সমস্যা না থাকে। কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ج

"পক্ষান্তরে যারা নিজেদের ধন-মাল খালেসভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য মনের ঐকান্তিক স্থিরতা ও দৃঢ়তা সহকারে খরচ করে তাদের এ ব্যয়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন কোনো উচ্চভূমিতে একটি বাগান রয়েছে, প্রবল বেগে বৃষ্টি হইলে দিগুণ ফল ধরে আর জোড়ে না হইলেও বৃষ্টির রেণুই তার জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়।"৩৭–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৫

এ কুরআনের ঘোষণা সত্যতা পশ্চিমা বিশ্বের সূত্রেই প্রমাণিত হচ্ছে। এ গুণকে নিয়েই পশ্চিম বিশ্বের অর্থনীতিবিদরা হৈ চৈ করছে এবং বিশ্বে মন্দা, মহামন্দার ব্যাখ্যা দিচ্ছে।৩৮ তাছাড়া অন্যত্র আরো বেশী ৭০০ গুণকের কথা বলা হয়েছে।

[দেখুন সামুয়েলসনের গুণক তুরন মডেল Review of Economics Statistics1939 কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলিম জাতি কুরআনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব না বুঝে তারা পশ্চিমাদের সূত্র খুঁজে বেড়ায়। কুরআনে ১৪০০ বছর পূর্বেই (৭০০ গুণ) গুণকের সূত্র দিয়ে দিয়েছে।–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬১]

www.amarboi.org

জ্যামিতিক ব্যাখ্যা

❒ বর্তমান যাকাতের প্রভাব

চিত্রে C+I+G রেখা E বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে Y_0 আয় নির্ধারিত হয়। এমন যাকাতের অর্থ হস্তান্তর ব্যয় হলে (ΔR) বাড়বে ফলে মোট সামগ্রিক চাহিদা হবে C+I+G+ΔR এবং F বিন্দুতে 45° রেখাকে ছেদ করে। নির্ধারিত হয় Y_1 কিন্তু ΔR যাকাত স্থানান্তরিত ব্যয় করার জন্য Δz পরিমাণ যাকাত দিতে হবে ফলে মোট চাহিদা রেখা স্থানান্তরিত হবে পূর্বের C+I+G সেখানে (অর্থাৎ C+I+G+bΔR-bΔz) ফিরে আসে। তখন আয় আবার Y_1 থেকে Y_0 -তে কমে। এই কারণে ΔZ পরিমাণ যাকাতের কোনো উন্নতি সমাজে প্রতিফলিত হয় না অর্থনীতির ভাষায় এটা সম্পূর্ণ Crowding out effect হয়।[৩৯]

কুরআনের ভাষায় যে ব্যক্তি শুধু লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে আর না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, না পরকালের প্রতি, তার খরচের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন একটি পাথরের চাতাল যার উপর মাটির আস্তর পড়েছিল। এটার উপর যখন মুষল ধারে বৃষ্টি পড়লো তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে বের হয়ে গেল এবং চাতালটি নির্মল ও পরিষ্কার হয়ে পড়ে রইল। এসব লোক দান সাদকা করে যে পূণ্য অর্জন করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না।[৪০]

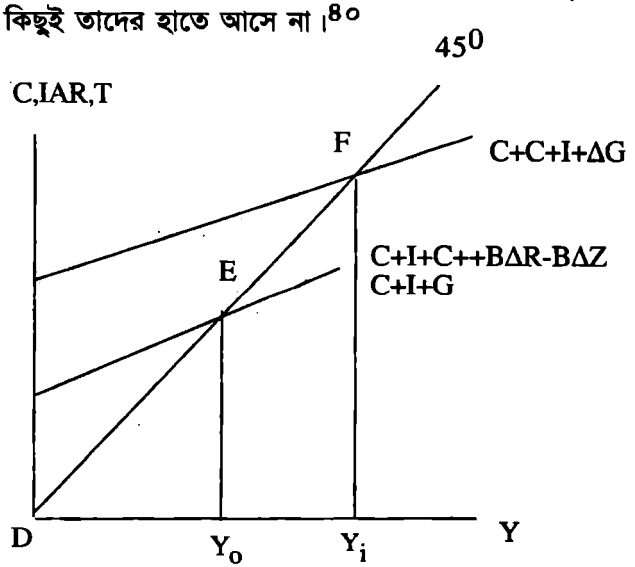

www.amarboi.org

কিন্তু যাকাতের আয় সঠিকভাবে ব্যয় করলে জাতীয় আয় বাড়বে। চিত্রে বিশ্লেষণ করা হলো ঃ

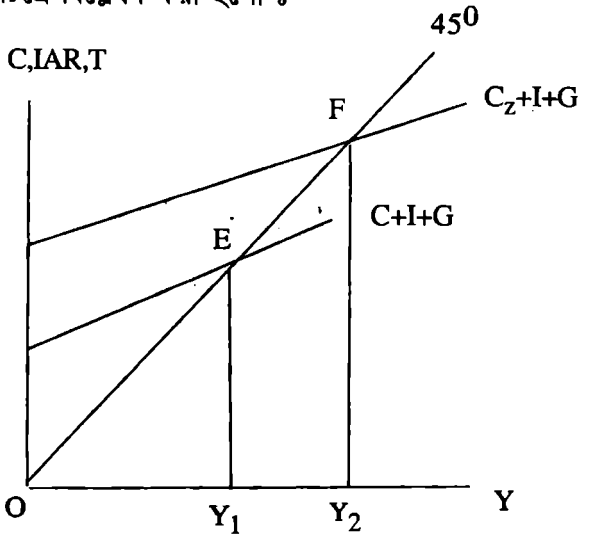

চিত্রে প্রাথমিক সামগ্রিক চাহিদা রেখা C+I+G,45° রেখাকে E বিন্দুতে ছেদ করে। জাতীয় আয় নির্ধারিত হয় Y1.এখন যাকাত ইসলাম অনুযায়ী বিনিয়োগ খাতে C+I+G প্রভাবিত হলে তখন সামগ্রিক চাহিদা রেখা হবে Cz+I+G ফলে F বিন্দুতে 45° রেখাকে ছেদ করবে। এতে জাতীয় আয় Y1 থেকে Y2 বাড়বে। যা গাণিতিক ব্যাখ্যার অনুরূপ।

সুতরাং যাকাত আদায় নীতিতে দেশের সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে গরীবদের পাশাপাশি ধনীদেরকে আরো ধনী করবে।[৪১]

বেকার সমস্যার সমাধান ঃ[৪২] বাংলাদেশে বেকার সমস্যার ফলে আরো কতিপয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যাগুলো হলো—দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, সন্ত্রাস, ঝগড়া, রাহাজানি, হত্যা, ঘুষ, প্রতারণা, জালিয়াতি ও অন্যের সম্পদ দখল। প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশে দারিদ্রতা ও বেকারত্ব প্রকট থাকলে জনগণের মধ্যে হাহুতাশ ও না পাওয়ার ব্যর্থতা থেকেই এ সমস্ত সমস্যা দেখা দেয়। বেকার ও অভাবে থাকলে মানুষ পাগল পর্যন্ত হয়ে যায়। পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা সৃষ্টি হয়, অধিক টেনশনে বিভিন্ন রোগের জন্ম হয় এমনকি মাদকাসক্ত পর্যন্ত ঘটে। এ বেকার সমস্যা সমাধানে ইসলাম সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে এ পর্যন্ত বেকার সমস্যা সমাধানের তেমন কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায় না। যাকাত থেকে প্রাপ্ত ৬,৫০০

www.amarboi.org

কোটি টাকার কর্মসূচী থেকে ৩,৫০০ কোটি টাকা দারিদ্র বিমোচনের জন্য প্রচেষ্টা নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এখন বাকী টাকার মধ্য থেকে ১,৫০০ কোটি বেকার সমস্যা ও শিক্ষা উন্নয়নে পাশাপাশি ব্যবহার করা যায়। কারণ বেকার সমস্যার আবার আসল কারণ শিক্ষা, ট্রেনিং, ভাষা ও দক্ষতার অভাব। ইতিপূর্বে অক্ষম ও সক্ষম গরীবদের জন্য যে সমস্ত কর্মসূচী দেয়া হয়েছে তা থেকে প্রায় ২ কোটি লোকের বেকার সমস্যার সমাধান হবে। তার পরেও বাংলাদেশে ১.২ কোটি লোক বেকার থেকে যাবে। এ সমস্ত বেকারদের পূর্ণ নিয়োগের কতিপয় নীতি নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান ঃ বাংলাদেশে শিক্ষিত হয়েও প্রচুর বেকার রয়েছে, এর চেয়ে করুণ অবস্থা হতে পারে না। এই দরিদ্র দেশে পিতা, ভাই, বোনেরা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে কোনো সন্তান বা ভাই-বোনকে শিক্ষিত করার পর যখন চাকুরী পায় না তখন তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। লেখা পড়া করানোর জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করার পর চাকুরী পেতে আবার শুরু হয় বিভিন্ন সংকট, এটা এ দেশের যুব সমাজের জন্য চরম ট্রাজিডী বৈ অন্য কিছু নয়। কিন্তু যাকাত এ বেকার সমস্যার সমাধানে মহৌষধ হিসেবে কাজ করতে পারে। ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত আল্লাহর দেয়া সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত যার প্রমাণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদগণ এটা অনুধাবন না করলে কোনো দিন যাকাত চালু হবে না এবং যুব সমাজের এ সংকটও শেষ হবে না। শিক্ষিত যুবসমাজকে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থাপনের লক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. **কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং যোগান দান ঃ** বর্তমানে কম্পিউটারের যুগ চলছে। ভারতে এক হিসাবে দেখা গেছে সে দেশের জাতীয় আয়ের ৫% কম্পিউটার থেকে আসে। আমেরিকা ও ইউরোপের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর করে ভারত প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার উপার্জন করছে। বাংলাদেশেও এ খাতে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ আছে। শুধু প্রয়োজন প্রয়োজনীয় ট্রেনিং এবং কম্পিউটারের যোগান দেয়া এবং সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা নেয়া। কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম সরকার সংযোগ দিলে এটা থেকে শিক্ষিত বেকাররা ব্যাপক সুবিধা পাবে। বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারদের সামান্য মজুরী দিয়ে কম্পিউটার ডাটা এন্ট্রি করে প্রচুর লাভ করা সম্ভব হবে।

যাকাতের অর্থ থেকে প্রাথমিক অবস্থায় ২০০ কোটি টাকা হিসেবে ৫ বছরে ১০০০ কোটি টাকা খরচ করলে বাংলাদেশ প্রতি বছর এই খাতে

www.amarboi.org

প্রাথমিক অবস্থায় ১০,০০০/- কোটি টাকা করে উপার্জন করতে সক্ষম হবে। প্রতি বছর ৫০ কোটি টাকা হিসেবে প্রায় ১,২০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে। এভাবে ৫ বছরে ৬ লাখ কম্পিউটার ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক দেশে ও বিদেশে গমন করতে পারবে। কিছুদিন পূর্বে জার্মানী ও কানাডা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ চেয়েছেন কিন্তু বাংলাদেশে কোনো লোকই এইখাতে তৈরী হয় নাই। বর্তমানে বিশ্বে ৫ বছরে ১০ লাখ কমম্পিউটার বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। তার জন্য দেশে যাকাতের অর্থ থেকে ৫ বৎসরে ১০০০/- কোটি ব্যায় করলে এই খাতে ব্যাপক উন্নতি লাভ করতে পারে। এ খাতে যাকাতের অর্থের পাশাপাশি রাসূল স.-এর শিক্ষা "সাথী তোমার কি আছে" (কম্বল ও বাটি আছে) এ নীতি অবলম্বন করলে প্রচুর কমম্পিউটার প্রোগ্রামার তৈরী করে বিদেশে লোক পাঠানো যেতে পারে।[৪৩] প্রতিজনকে ২৫০০০/- টাকা দিয়ে কম্পিউটার কিনে দেয়ার সহায়তা করলে আর বাকী টাকা বেকার ব্যবহার করলে ৫ বছরে ৩ লক্ষ লোককে কম্পিউটার কিনে দেয়া যায়। এভাবে নিজের দেশেই ডাটা এন্ট্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া যারা একটু ধনী আছে ট্রেনিং পাওয়ার পর বিদেশে চলে যেতে পারে। ৬ লক্ষ লোকের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য প্রতিটি জেলায় প্রায় ২টি করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলতে হবে। এ জন্য ঐ ৫০ কোটি টাকা প্রতি বছর যাকাত থেকে ব্যয় করা হলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে।

এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো উদ্যোগ নিয়ে মুদারাবা পদ্ধতিতে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করলে আরো ভাল হবে।

এ সমস্ত বিশেষজ্ঞ তৈরী করে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানী করলে লোক বছরে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা আয় করতে পারবে। যদি এ খাতে বিদেশে ৫ বছরে ২ লক্ষ লোক পাঠানো যায় তবে ৫ বছর পরে প্রতি বছরে গড়ে প্রায় ১০,০০,০০০,০০০০০ টাকা অর্থাৎ ১০,০০০ কোটি টাকা আয় করা সম্ভব হবে।

২. **শিল্প স্থাপন ঃ** ক্ষুদ্র কুটির, মাঝারী শিল্প স্থাপনেও যাকাত থেকে অর্থ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক. অঞ্চল ভিত্তিক, আম, আনারস, কমলা লেবু, আপেল ও কলা থেকে জুস তৈরীর কল স্থাপন এবং বন্টনের ব্যবস্থা করা। দোকানে তৈরী।

খ. রসমালাই, দধি, ঘি, মাখন, আইসক্রীম, লজেন্স, বিস্কুট, নুডুলস, কেক, বেকারী রুটি, বিস্কুট তৈরীর শিল্প স্থাপন এবং তা থেকে

www.amarboi.org

বন্টনের প্রচেষ্টা নেয়ার জন্য যাকাত থেকে অর্থ ব্যবহার এবং তাতে লোকের নিয়োগ দান।

গ. রিকশা, ভ্যান, নৌকা, খাট, আলমারী, সুকেস, চেয়ার, টেবিল তৈরীর কারখানা

ঘ. সাবান, টুথপেষ্ট, টুথব্রাস, মোমবাতি, কলম, সেলাই মেশিন ক্রয়। মেরামত করা, মাল তৈরী, ইলেকট্রিক সামগ্রী মেরামত।

ঙ. চাউলের কল, আটার কল, ময়দা তৈরী, সুজি তৈরীর কারখানা, চানাচুর তৈরী এবং লবন তৈরী। এ সমস্ত পণ্যের বন্টনের ব্যবস্থা করা। জেলি, সস, মুড়ি, ব্যাগ, তাতের শিল্প স্থাপন।

চ. আমাদের দেশের ধোলাই খালের কারিগররা অনেক যন্ত্রপাতি মেরামত করতে পারে এমনকি তৈরীও করতে পারে এ সমস্ত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ব্যাপকভাবে যাকাত থেকে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

ছ. জিনজিরায় অনেক পণ্যই নকল তৈরী করে তাই অনেকে তাদেরকে ঘৃণা করে কিন্তু তারা যে সমস্ত পণ্য তৈরী করছে তা কিভাবে উন্নত করা যায় তা বিবেচনা করে আর্থিক সাহায্য হিসেবে যাকাত থেকে ব্যবহার করলে অনেক বেকার সমস্যা সমাধান হবে।

এ সমস্ত খাতে ৫ বৎসরে ২০০×৫ = ১০০০ কোটি টাকা ব্যবহার করলে প্রায় ৫০ লাখ লোক নিয়োগ পাবে।

৩. **কৃষিবিদ নিয়োগ ঃ** প্রতিটি থানায় ৫ জন করে কৃষিবিদ নিয়োগ করে কৃষকদেরকে সাহায্য করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া যায়। ৫ জন করে মোট ৫০০×৫ = ২,৫০০ কৃষিবিদ নিয়োগ করে দেশে কৃষিকে উন্নত করা যায়। যারা ঘুরে ঘুরে বিনা পয়সায় কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও শিক্ষাদান করবে তাদের জন্য সরকার ১০,০০০ টাকা করে মাসে ভাতা দিবে। এই ক্ষেত্রে ব্যয় হবে ৫ বছরে ২৭৫ কোটি টাকা। এভাবে স্বাস্থ্য খাতে ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে প্রতি থানায় পাঁচ জন করে যাকাত থেকে সাহায্য করে দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

৪. **বিভিন্ন দোকান তৈরী ঃ** মুদী দোকান, মনোহরী দোকান, চায়ের দোকান, দর্জী দোকানের জন্য ২০,০০০/- টাকা হিসেবে ১০ লক্ষ লোকের জন্য ২,০০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। উক্ত টাকা ব্যবহার করে ১০ লক্ষ লোককে নিয়োগ দেয়া যায়।

www.amarboi.org

৫. **কৃষি শ্রমিক ঃ** বাংলাদেশে কৃষিতে প্রচুর সমস্যা রয়েছে। এইখাতে কৃষি শ্রমিকদের লাঙ্গল জোয়াল, পাওয়ার পাম্প, বীজ ও সার ক্রয়ের জন্য অর্থ দিলে অনেকের বেকারত্বও দূর হবে। এবং কৃষিতে প্রচুর ফসল উঠে আসবে। ফসল সংরক্ষণের জন্যও আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন। এ খাতে যাকাতের অর্থ থেকে প্রতিজনকে ১০,০০০/- টাকা করে দিলে ১০,০০০০০ পরিবারের জন্য পাঁচ বছরে প্রয়োজন হবে ঃ

১০,০০০×১০,০০০০
= ১০০,০০০০০০০০ টাকা
= ১০০০ কোটি টাকা

৬. **পরিবহন ঃ** বাংলাদেশের সড়ক ও নৌপথে পরিবহন ব্যবসা লাভজনক। এ খাতে মাঝারি, বড় ও উন্নত বাসে ৪০০ কোটি টাকা ব্যবহার করলে পাঁচ বছরে ড্রাইভার, হেলপার, কন্ট্রাক্টর, মেকানিক, ওয়ার্কশপ মিলে প্রায় ১ লক্ষ লোক চাকুরী পাবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত হবে।[৪৪]

৭. **জনশক্তি রপ্তানীতে সাহায্য ঃ** বাংলাদেশে গরীব পরিবারের অনেক ছেলে বেকার। ঢাকা শহরের রিকশাওয়ালা, বেবী চালক, মজুর ও অন্যান্য গরীব শ্রেণীর ছেলে চালক অনেকেই বেকার। এ শ্রেণীর বেকারদেরকে বিদেশগমনে যাকাত থেকে সহায়তা দেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও ভাষা শিক্ষা, গাড়ী চালনা, ওয়েল্ডিং ও রাজমিস্ত্রি কাজে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে লোক পাঠানো যাবে। এ খাতে ৫ বছরে ৫০০ কোটি টাকা খরচ করলে ২০,০০০/- টাকা হিসেবে ২.৫ লক্ষ লোককে বিদেশে পাঠালেও অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবারের অর্থ দাবি করার রাসূল স. সাথী তোমার কি আছে নীতি এবং পাশাপাশি ব্যাংকগুলো থেকে ঋণের ব্যবস্থা করলে প্রচুর সুবিধা পাওয়া যাবে।[৪৫]

৮. **মাঝারী ও ভারী শিল্প ঃ** আধুনিক ছাপাখানা, রেশম শিল্প, জুতা শিল্প, সাবান শিল্প, সুতা শিল্প, গার্মেন্টস শিল্প ও চিনির কল-কাপড়ের কল, তাত শিল্পেও ৫ বছরে ১৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে ৫ লক্ষ লোক নিয়োগ পাবে। যাকাতের অর্থ থেকে এ শিল্প স্থাপন করে বেকার সমস্যা সমাধান করা যায়।

❐ মানব উন্নয়ন শিক্ষা ট্রেনিং ও ভাষা দক্ষতা ঃ[৪৬]

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্যতম। আল কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াত اِقْرَاْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ –"পড় তোমার প্রভুর নামে

www.amarboi.org

যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন" (সূরা আল আলাক)। মহানবী স. বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরয। মহানবী স. আরো বলেন, জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে সুদূর চীনে গমন করা উচিত। রাসূল স. শিক্ষার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু বাংলাদেশ এখনও এ শিক্ষা খাতে অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। অশিক্ষিত ও নিরক্ষর জাতি নিয়ে কোনো দেশ উন্নত হতে পেরেছে তার কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং যাকাত থেকে প্রাপ্ত অর্থ জ্ঞান অর্জনের জন্য ব্যয় করা প্রয়োজন। ইসলামী শিক্ষার প্রতি আল্লাহ আরো বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। যাকাতের অর্থ থেকে প্রথমে ইসলামী শিক্ষা তার পরে গবেষণা এবং সর্বশেষে অন্যান্য শিক্ষার ব্যয় নির্ধারণে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

১. **ইসলামী শিক্ষা অর্জনে সাহায্য ঃ** বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রতি কয়েকটি সরকারই অবহেলা করেছে এমন কি বন্ধ করে দেয়ার জন্যও চেষ্টা করেছে। ইসলামীয়াত পড়া বন্ধ করা, মাদ্‌রাসা বন্ধের এবং উচ্চ পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা বন্ধের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাওহিদী জনতার তীব্র প্রতিবাদের ফলে সব ধরনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে অবহেলা করা হয়। এখানে কোনো উৎপাদনশীল কিছু হয় না বলা হয় কিন্তু সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে এ শিক্ষা থেকেই ব্যাপক উন্নয়ন আশা করা যায়। বাংলাদেশে সবার জন্য শিক্ষা, বই ফ্রি দেয়া হয় এমনকি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদেরকে ফ্রি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে অথচ মাদ্‌রাসার জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয় না।

বাংলাদেশে মাদ্‌রাসাতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা ১০ লক্ষ মাত্র। তাদের বই ও অন্যান্য সুবিধার জন্য ৫ বছর মাত্র ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করলে অনেক গরীব সন্তান অধ্যয়ন করতে পারবে। তাছাড়া যে সমস্ত ছাত্ররা ইয়াতীম তাদের জন্য উচ্চশিক্ষা অধ্যয়নের জন্য আরো ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করলে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে। পুষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা যায়। এভাবে মোট ৪০০ কোটি টাকার যাকাত ব্যবহার করলে লিল্লাহ বোর্ডিং-এর সুষম খাদ্যও যোগান দেয়া সম্ভব হবে। মাদ্‌রাসা থেকে পাশ করার পর অনেকেই সহজে চাকুরী পায় না। তাদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। আরবী ভাষার প্রশিক্ষণ চালু করে ভালভাবে আরবী শিক্ষা দেয়া সম্ভব হলে এ সমস্ত মাদ্‌রাসার ছাত্ররা মধ্যপ্রাচ্যে চাকুরীর সুযোগ পাবে। তাছাড়া যারা বেশী মেধাবী তাদেরকে উচ্চতর ডিগ্রী নেয়ার জন্য মালয়েশিয়া, সৌদি, মিশর,

www.amarboi.org

কুয়েত পাঠানো যেতে পারে এবং এ খাতে গবেষণার জন্যও বরাদ্দ করা যায়। এ খাতে যাকাত গবেষণার জন্যও ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করলে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হবে। মাদ্‌রাসা ছাত্রদেরকে বৃত্তি প্রদানের জন্যও ব্যবস্থা নিতে হবে। মাদ্‌রাসার ছাত্রদের দাখিল, ফাজিল, কামিল ও উচ্চতর ডিগ্রির জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা গেলে তারাও দেশের উন্নয়নের ব্যাপক সাহায্য করতে পারবে। মাদ্‌রার্সার ছাত্রদেরকে পরবর্তীতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ ও পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য পথ করে দিয়ে এ খাতে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ৫ বছরে ২০০ কোটি টাকা ব্যবহার করা যায়।

২. **ইসলামী শিক্ষা গবেষণা সেল গঠন ঃ** ইসলামী শিক্ষা গবেষণা সেল তৈরী করলে ইসলামী গবেষণার ব্যাপক উন্নতি ঘটবে। বর্তমানে সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে। পুঁজিবাদে মন্দা ও মহামন্দা আছে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে এ সমস্ত সমস্যা নেই। অতীতের ইতিহাস থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইসলামী অর্থনীতিতে কি আছে তা কিভাবে পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় উন্নত করা যায় তার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী শুরু করা প্রয়োজন। গবেষণা সেল গঠন করে সমস্ত ইসলামী অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, ইসলামী ব্যাংকার নিয়ে কমিটি তৈরী করে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল বিষয়কে বের করতে হবে। ইসলামী অর্থনীতি ব্যাংক, বীমা, চিকিৎসা, শিক্ষা বিষয়ে পিএইচডি দানের জন্য প্রতি বছর হিসেবে যাকাত থেকে ২০০ কোটি টাকা হিসেবে পাঁচ বছরে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা যায়। এ কাজটি করতে পারলে আগামী পাঁচ বছর পরে এ দেশের ইসলামী গবেষক সংখ্যা দ্রুত বাড়বে। ইসলামী অর্থনীতি মরুময় দেশ আরবকে কিভাবে মাত্র কয়েক বছরে সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করেছিল তা তখন বের হয়ে আসবে। আর বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে ইসলামী অর্থনীতি বিনিয়োগে, উৎপাদনে নিয়োগ, শিক্ষায়, প্রযুক্তিতে, কৃষিতে, শিল্পে পূর্বের তুলনায় আরো ব্যাপক উন্নয়ন করতে সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। নিম্নে উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো ঃ

হযরত নবী করীম স.-এর সময় কোনো ধরনের উন্নত প্রযুক্তি ছিল না। তখন বর্তমানের মত এত বেশী উৎপাদনের সুযোগ ছিল না যেমন তখন একটি মুরগী একমাসে মাত্র ১০টি ডিম দিতো। তারপর ২১ দিন মুরগী তা দিয়ে ১০টি বাচ্চা হতো। এটা গ্রামে এখনও দেখা যায়। কিন্তু ফার্মের মুরগী প্রায় দৈনিক ডিম দেয় তাছাড়া ডিম থেকে বয়লার করে

www.amarboi.org

বাচ্চা তৈরীতে মাত্র ১ দিন সময় নেয়। তা থেকে বুঝা যায় বর্তমানে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং নীতিতে পৃথিবীকে অতিদ্রুত ক্ষুধামুক্ত করতে সক্ষম হবে যদি তা ব্যবহার করা যায়।

অন্য একটি উদাহরণ দেয়া যাক, ইতিপূর্বে ১০,০০০ টাকায় একটি গাভীর দুধ মাত্র ২.৫ কেজি দিবে হিসাব করেছি এটা মাত্র আমাদের দেশীয় গাভীর দুধ হিসাবে করেছি কিন্তু এটাকে যদি উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে শংকর করা যায় এ গাভীর বাচ্চা ১০ কেজি দুধও দিতে পারবে, তারও বাচ্চা শংকর করলে আরো বেশী দুধ দিবে। তখন কিন্তু দুধের হিসাবও দ্রুত পরিবর্তন হবে। এ ধরনের চিন্তা পরবর্তী পাঁচ বছরে আসবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, বাংলাদেশে যাকাতের তহবিল থেকে ৫ বছরে ১০০০ কোটি টাকা উচ্চতর ডিগ্রি পিএইচডি ও অন্যান্য গবেষণা কর্মে ব্যবহার করলে ৫ বছরের পরে বাংলাদেশে সমস্ত সমস্যার সমাধানই বের হয়ে আসবে। তখন বিশ্বের অন্যান্য দেশের মডেল হবে বাংলাদেশ। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য দানের কথা আল্লাহ বলেছেন। সূরা আল বাকারার ২৭৩ আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

"বিশেষভাবে সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হচ্ছে সেসব গরীব লোক, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছেন যে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবিকা উপার্জনের জন্য পৃথিবীতে কোনো চেষ্টা যত্ন করতে পারে না। তাদের আত্মসম্মানবোধ ও মুখাপেক্ষীহীনতা দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সচ্ছল অবস্থার লোক বলে ধারণা করে। তুমি তাদের চেহারা দেখে ভিতরকার অবস্থা বুঝতে পার কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ভিক্ষা করার মত লোক নয়। তাদের সাহায্যার্থে যা কিছু ধন-সম্পদ তোমরা খরচ করবে তা নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টি হতে গোপন থাকবে না।"[৪৭]

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৩

এ আয়াতের দ্বারা ইতিহাসের 'আসহাবে সুফ্ফার' জন্য ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে। যাকাত ছাড়া অতিরিক্তভাবে শিক্ষাখাতে সাহায্য করা

www.amarboi.org

উচিত। কারণ নবী করীম স.-এর সময় তারা মদীনায় থেকে দীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতেন এবং অন্যান্য লোকদের এ জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এরা যেহেতু সার্বক্ষণিক কর্মী ছিলেন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য নিজস্ব উপায় ছিল না। এ জন্য আল্লাহ সাধারণ মুসলমানদেরকে তাদের সম্পর্কে সজাগ করে দিলেন এবং তাদের সাহায্য করাই যে আল্লাহর পথে ধন মাল ব্যয় করার উত্তম ক্ষেত্র তাও বুঝিয়ে দিলেন।"[৪৮]

বর্তমানে বাংলাদেশ এবং মুসলিম বিশ্বের জন্য এ আয়াত এবং তাফসীর থেকে শিক্ষা নেবার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। আমেরিকাতে ৩০০০ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ আছে এবং তাদের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ভাল ভাল ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সেখানে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়। যারা বেশী ভালো কিছু উদ্ভাবন করতে পারে মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় সুযোগ দিয়ে দেয় ও প্রচুর বেতন দেয় এবং নাগরিকত্বের সুযোগ দেয়। এর ফলে সমস্ত দুনিয়ার সেরা মেধা আমেরিকায় সমবেত হয়। এরই কারণে আমেরিকা নতুন উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সক্ষম হচ্ছে। প্রতি বৎসরে নোবেল পুরস্কারগুলো আমেরিকার নাগরিক বা নাগরিকত্ব পাওয়া লোকগুলো পাচ্ছে। তাছাড়া নতুন নতুন বীজ, বৈজ্ঞানিক পণ্য, সামরিক অস্ত্রগুলো ঐ সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা উদ্ভাবন করানো সক্ষম হচ্ছে।[৪৯] আমেরিকা জাতি কুরআনের আয়াতের তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মুসলিম বিশ্ব এবং বাংলাদেশ বুঝতে পারছে না বলেই এ সমস্ত দেশগুলোতে মেধাহীনতা সৃষ্টি হয়ে দেশগুলোতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। যাকাত ও অন্যান্য খাত থেকে যদি অর্থ দ্বারা এখনও এ খাতে ব্যয় বাড়ানো যায় তবে অচিরেই বাংলাদেশ আবার শিক্ষায়, অর্থনীতিতে, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে বিশ্বে অন্যান্য দেশের চেয়েও উন্নত দেশে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ, কুরআনের কথা মিথ্যা হতে পারে না, তবে অনেকেই প্রশ্ন করতে পারে, এত টাকা বাংলাদেশ কোথা থেকে পাবে। অপচয় মূলক খাত বাদ দিয়ে অথবা যাকাত থেকে আপাতত শুরু করা হলে সুফল পাওয়া গেলে ক্রমাগত এ খাতে বিনিয়োগ বর্ধিত করা যাবে। বাংলাদেশের কৃষিতে উন্নত ধানের বীজ, পেঁয়াজের, রসুনের, সরিষার, উন্নত ও প্রকল্প প্রযুক্তিগত উন্নতি সম্ভব হলে ছয় থেকে দশ হাজার কোটি টাকার আমদানী ব্যয় কমানো সম্ভব অথচ এ বিষয়গুলো উদ্ভাবনের জন্য দুইশ থেকে তিনশ কোটি টাকাই যথেষ্ট। সুতরাং বাংলাদেশের সরকার ও বিশেষজ্ঞদের

www.amarboi.org

বসে থাকার আর কোনো সময় ও সুযোগ নেই। এখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করা উচিত।

৩. **সাধারণ ছাত্রদের উন্নয়ন ঃ** (ক) বাংলাদেশের সাধারণ ছাত্র বেশী আছে তবে গরীব লোকের অনেক সন্তান এখন পড়তে পারে না। এ খাতে যাকাতের অর্থ ৫ বছরে ২০০০ কোটি টাকা ব্যবহার করা যায়। সাধারণ শিক্ষায় নতুনত্ব আনয়ন করতে হবে। আইটি ও কম্পিউটার শিক্ষার প্রতি বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রতিটি থানায় কম্পিউটার ট্রেনিং, ভাষা শিক্ষা, গাড়ী চালানোর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে পারলে দেশের বেকার সমস্যা কমে যাবে। এ খাতের ছেলেরা বিদেশে গমন করতে পারবে। প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে কম্পিউটার শিক্ষক, ইংরেজী ভাষা শিক্ষক, আরবী ভাষা শিক্ষক, জার্মানী ভাষা শিক্ষক, জাপানী ভাষা শিক্ষক ও ফরাসী ভাষা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। ৫০০ থানায় ৬টি ভাষার শিক্ষকের জন্য বছরে ২০০ কোটি খরচ করতে হবে তাহলে ৫ বছরে ১০০০ কোটি টাকা খরচ হবে। বাকী ১০০ কোটি টাকা দিয়ে অন্যান্য শিক্ষা দিতে হবে।

সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে যারা গরীব ও মেধাবী তাদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এ খাতে ১,৫০০ টাকা করে প্রতি মাসে দিয়ে ৫ বছরে ১ লাখ ছাত্রকে বৃত্তি দিতে ৭০০ কোটি টাকা খরচ হবে। এ ক্ষেত্রে মেধার বিকাশ হলে গরীব শ্রেণী থেকে উন্নত মেধার উত্থান ঘটবে। গরীব শ্রেণীর মধ্যে থেকে পিএইচডি ডিগ্রির ব্যবস্থা করলে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

৪. **ইয়াতীমদের প্রতিপালন, শিক্ষার ব্যবস্থা ও চাকরী প্রদান ঃ** বাংলাদেশে ইয়াতীমদের জন্য শিক্ষা ও লালন পালনের জন্য কিছু কিছু শিশু সদন আছে কিন্তু তাদের সংখ্যাও কম এবং প্রতিপালনের মানও নিম্ন। ইয়াতীমদের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেবার জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল স. তাগিদ দিয়েছেন। এ খাতে প্রতি বছর ১০০ কোটি টাকা হিসেবে ৫ বছরে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করলে সমস্ত ইয়াতীমদের লালন পালন, শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রেও সাহায্য করা সম্ভব।

নওমুসলিম পুনর্বাসন

বাংলাদেশে প্রতি বছর ৫০০০ লোক নওমুসলিম হয়। এ সমস্ত নওমুসলিম যদি গরীব হয় তাদেরকে অধিক হারে সাহায্য করা একান্তভাবে প্রয়োজন।

www.amarboi.org

যাকাতের একটি খাত হলো নওমুসলিমদের জন্য ব্যয় করা। এ খাতে ৫ বছরের জন্য ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা যায়। এদের ভরণ পোষণ ছাড়াও তাদের সন্তানদের লেখা পড়ার ব্যবস্থা করা উচিত। এ খাতেও ৬০০ কোটি টাকা থেকেই ব্যয় করা যাবে।

মন্দা, যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা[৫০]

বাংলাদেশ পৃথিবীর গরীব দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ দেশের জনসংখ্যা বেশী, তাই বাংলাদেশের ৪৫% লোক বেকার। যে কোনো দেশে সংকট দেখা দিলেই তার প্রভাব পড়ে বাংলাদেশে। যেমন বিশ্বে মন্দা দেখা দেয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশে বেকারত্ব আরো বাড়ে। তাছাড়া যুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশেও তার প্রভাব পড়ে। বিভিন্ন সময়ের কিছু সংকট উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. ১৯৭৪ সালের আরব ইসরাঈল যুদ্ধের সময় তেলের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে এবং বাংলাদেশে নতুন সরকার সংকটে পড়ে এবং দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়।

খ. ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় দেশে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়।

গ. ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড় ও ইরাক কুয়েত সংকট উপকূলীয় অঞ্চলে ১.৫ কোটি লোকের বাসস্থান সমস্যা এবং অন্যদিকে কুয়েত ও ইরাক ফেরত জনগণের সংকট সৃষ্টি হয়।

ঘ. ১৯৯৮ সালের মহাপ্রলয় বা বন্যার ফলে ১০,০০০/- কোটি টাকার ক্ষতি এবং অসংখ্য লোকের প্রাণ হানি ঘটে। মালয়েশিয়ার সংকটে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানী বন্ধ হয়।

ঙ. ২০০০/০২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মন্দা, আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার কারণে বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যের বিক্রি বন্ধ, গার্মেন্টিসের সংকট, মহিলা শ্রমিকদের করুণ অবস্থা, নতুন সরকার প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে পতিত ইত্যাদি।

তাছাড়া বাংলাদেশে প্রতি বছর বন্যা, খরা, টর্নেডো, জলোচ্ছাস লেগেই আছে। এ সমস্ত সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য যাকাতের অর্থকে ব্যবহার করা যায়। এ খাতে প্রতি বছর ৬০০ কোটি টাকা হিসেবে ৫ বছরে ৩০০০ কোটি টাকা যাকাত থেকে ব্যয় করা যায়। প্রথমেই মন্দা মোকাবেলা বা

www.amarboi.org

বিশ্বের সংকটের সময় বাংলাদেশে যাকাত কিভাবে সাহায্য করবে তা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো ঃ

যখনই বিশ্বের অন্যান্য দেশে মন্দা বা যুদ্ধ শুরু হবে তখনই যাকাতের একটি অংশ গরীব শ্রেণীর জন্য ব্যয় করে মন্দাকে দূর করা যাবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পোশাক শিল্পের সংকটে যাকাত থেকে অর্থ দিয়ে শিল্পের শ্রমিকদেরকে বাঁচানো সম্ভব। তাছাড়া রপ্তানীকারকদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে রপ্তানী বাড়ানোর ব্যবস্থা নেয়া যায়। যাকাতই মন্দা ও যুদ্ধের মতো সংকটের সমাধান দিতে পারে।

তাছাড়া যে কোনো দেশে যুদ্ধের কারণে যে সমস্ত শ্রমিককে দেশে ফিরে আসতে হয়েছে তাদেরকে যাকাতের অর্থ দিয়ে আবার অন্য কোনো দিকে পাঠিয়ে দেবার সুযোগ করা যায়। তা না হলেও নিজের দেশে তার জন্য কোনো কাজের ব্যবস্থা করা যায়।

বিদেশে মুদ্রাস্ফীতি বা দেশে মুদ্রাস্ফীতি থাকলে একদল লোকের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় তখন যাকাতের অর্থ দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করলে তাদের ভোগ প্রবণতার সমস্যা থাকত না। এভাবে বিভিন্ন সংকটে যাকাতের অর্থ অনেক উপকারে আসতে পারে। আজ যে ধনী বা বাদশা কাল সে পথের ফকির হতে পারে। কিন্তু যাকাত ফকিরদেরকে বাঁচাতে পারে বিধায় কারোরই যাকাতের মাধ্যমে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগার কথা নয়। যাকাত কিভাবে মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতি দূর করে জাতীয় আয় ও নিয়োগ বাড়াতে সাহায্য করে তা পাশের চিত্রে ব্যাখ্যা করা হলো ঃ

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা সম্ভব। এটা ছাড়া যাকাতের হার পরিবর্তনের মাধ্যমেও মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা দূর করা যায়। এক্ষেত্রে হযরত ওমর রা.-এর সময়ে যাকাতের হার পরিবর্তনের কথা বলা যায়। তাছাড়া যাকাতের কিছু অর্থ তখন বেশী করে দিয়ে গরীবদের ক্রয় ক্ষমতা ঠিক রাখা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগেও যাকাত সাহায্য করবে। যেখানেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিবে সেখানেই যাকাতের অর্থ ব্যয় করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জনগণ বাঁচতে পারবে। তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে। ফলে যাকাত দেশে মহা সংকটে ত্রাণকর্তা হিসেবে বহু সহায়তা করবে।

বাণিজ্য চক্ররোধে যাকাতের ভূমিকা

যাকাত পুঁজিবাদী অর্থনীতির অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বাণিজ্য চক্রের সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। যাকাতের আয়ের অংশবিশেষ চক্র বিরোধী

www.amarboi.org

কৌশল ব্যবহারের জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে। মুদ্রাস্ফীতির সময় যাকাতের কিছু অর্থ সরকার হাতে রাখতে পারে আবার মন্দার সময় যাকাতের অর্থ ব্যয় করে মন্দা দূর করতে পারে এবং অর্থনীতির স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে। এছাড়া যাকাতের হার পরিবর্তনের মাধ্যমেও মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা দূর করা যায়। এক্ষেত্রে ওমর রা.-এর সময়ে যাকাতের হার পরিবর্তনের কথা বলা যায়। তাছাড়া যাকাতের কিছু অর্থ তখন বেশী করে দিয়ে গরীবদের ক্রয় ক্ষমতা ঠিক রাখা প্রয়োজন।

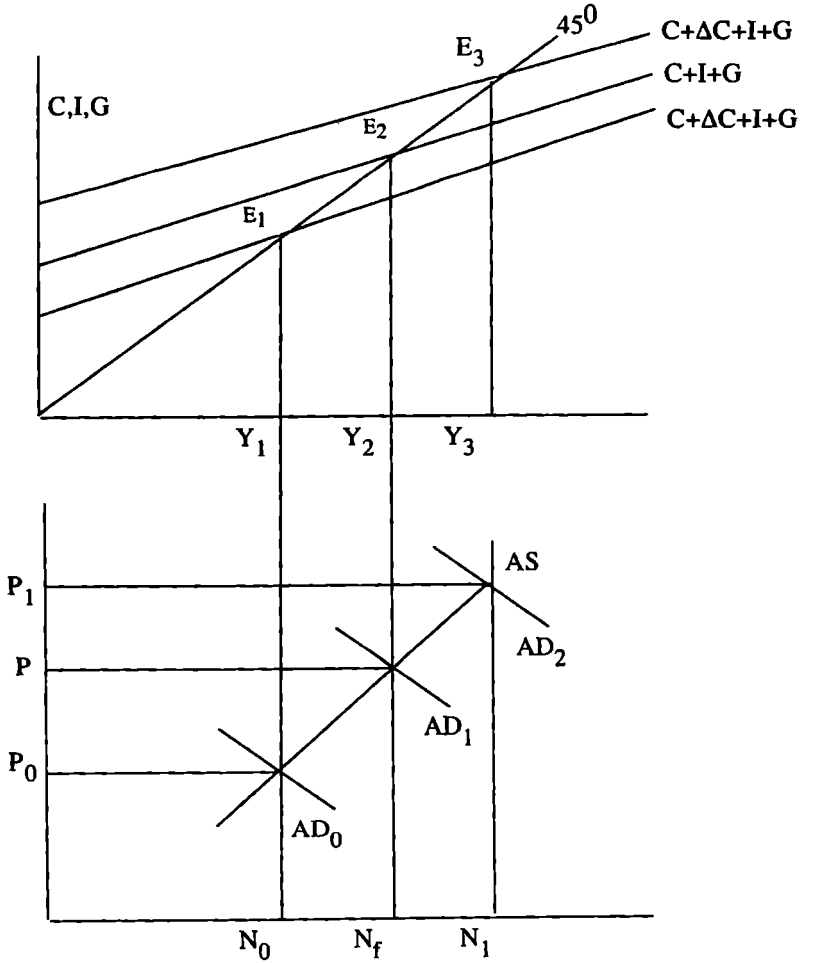

চিত্রে তার ব্যাখ্যা ঃ[৫১] চিত্রে উপরের অংশে C+I+G প্রাথমিক সামগ্রিক চাহিদা রেখা তা অর্থনীতির স্বাভাবিক অবস্থা নির্দেশ করে তখন ৪৫°

www.amarboi.org

রেখাকে E_2 বিন্দুতে রেখাটি ছেদ করে। কিন্তু C+ΔC+I+G হলে মুদ্রাস্ফীতি নির্দেশ করে এটা E_3 বিন্দুতে ছেদ করে। আবার মন্দা হলে C-ΔC+I+G রেখাটি E_1 বিন্দুতে ৪৫° রেখাকে ছেদ করে। উপরের অংশে C+I+G এর জন্য নীচের অংশে AD_1 স্বাভাবিক অবস্থায় সামগ্রিক চাহিদা রেখা। C+ΔC+I+G হলো মুদ্রাস্ফীতির সময় AD_2 সামগ্রিক চাহিদা রেখা C+ΔC+I+G হলো মন্দা, তখন AD° সামগ্রিক চাহিদা রেখা। যাকাত দ্বারা ভোগ হ্রাস করে C+ΔC+I+G কে C+I+G করলে স্বাভাবিক অবস্থা হবে এবং দামস্তর P হবে মুদ্রাস্ফীতি দূর করতে হলে যাকাত থেকে ব্যয় কমাতে হবে। আবার মন্দার সময় ভোগ বৃদ্ধি করে C-ΔC+I+G থেকে C+I+G তে যাবার জন্য যাকাতের ব্যয় বাড়ালে স্বাভাবিক অবস্থায় দাম P তে ফিরে আসে। এভাবে যাকাত মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতি দূর করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

ধনবৈষম্য দূর

যাকাত অর্থনীতিতে ধনবৈষম্য দূর করতে সক্ষম ও কার্যকরী পন্থা। যাকাত আয় বৈষম্য হ্রাসে পরের চেয়েও বেশী শক্তিশালী। যাকাতের মাধ্যমে পূর্ণ বন্টন করা হলে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের মারাত্মক ধন-বৈষম্য দূর করে ধনী দরিদ্রের সমতা আনতে সক্ষম হবে।[৫২]

তবে এ ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো যাকাত ধনীদের ধনীত্ব না কমিয়ে বরং বাড়িয়ে ধনবৈষম্য দূর করে অর্থাৎ যাকাত দাতাও এক্ষেত্রে ধনী হয় অন্য দিকে যাকাত গ্রহীতারা ধনী হয়। বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহ পাকের বাণী থেকে এবং বর্তমান যুগের অর্থনীতিবিদদের গবেষণা থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ - البقرة : ٢٦١

"যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় (যাকাত দেয়) করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে। প্রত্যেক শীষে থাকে একশত শস্যকণা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬১

www.amarboi.org

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط- البقرة : ٢٧٦

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাদকাহকে (যাকাত) বর্ধিত করেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৬

অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○

"তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাকাত বাবদ যে অর্থ দান করে থাক, একমাত্র তার মধ্যেই ক্রমবৃদ্ধি হয়ে থাকে।"

–সূরা আর রূম ঃ ৩৯

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যাকাত ধনীদের সম্পদও বাড়ায় আর যেহেতু যাকাতের অর্থ গরীব শ্রেণী পায় তাদের সম্পদ তো বাড়েই। এভাবেই উভয় শ্রেণীর ধনীত্ব বৃদ্ধি করে। যাকাতের ধনীরা ২.৫% হারে সম্পদ গরীব শ্রেণীকে প্রদান করে। এটা ছাড়া উশরের হার ১০% । উশরের অর্ধেক ৫%। এভাবে সমস্ত কৃষি পণ্যসহ মোট যাকাত একটি দেশে জাতীয় আয়ের ৫% হয়। এ পরিমাণ সম্পদ ধনীদের কাছ থেকে যদি গরীবদের মাঝে বন্টন করা হয় তবে (৫%+৫%) = ১০% ব্যবধান প্রতি বছর হ্রাস পাবে। যদি ধনী গরীবের সংখ্যা সমান থাকে তাহলে ১০ বছর সময় ব্যবধানে ধনবৈষম্য হ্রাস পেতে বাধ্য। এ ঘটনাই ইসলামী সোনালী যুগে ঘটেছিল। ফলে হযরত ওমর রা.-এর সময় কোনো যাকাত গ্রহীতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। আল তাহির দশ বছরের মেয়াদের তথ্য ব্যবহার করে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয়ের পার্থক্য যাকাতের প্রভাব নির্ধারণের জন্য একটি সরল তুলনাধর্মী স্থির অবস্থা নির্মাণ করেন। তার গৃহীত অনুমতির ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, আয়ের পার্থক্য ৯ থেকে ৬.৫ গুণ হ্রাস পায়। যারাকার মতে, যাকাত প্রতি বছর সমাজের সবচেয়ে গরীব ১০% এর আয়কে দ্বিগুণ বর্ধিত করে। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রবক্তা লর্ড কেইন্স বলেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ধনীরা কম ভোগ করে, অন্যদিকে গরীব শ্রেণীর কাছে ভোগ করার অর্থ না থাকায় তারা ভোগ করতে পারে না ফলে সামগ্রিক চাহিদা কম হয়। ফলে বিনিয়োগ কম হয়, নিয়োগ কম হয়, জাতীয় আয়ও কম হয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে গরীব শ্রেণী যাকাতের অর্থ পেয়ে ভোগ করতে থাকলে তাদের MPC বেশী থাকায় সামগ্রিক চাহিদা বেড়ে যায়, গুণক বাড়ে, জাতীয় আয়কে প্রসারিত করে। অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতিতে জাতীয় আয়

www.amarboi.org

দ্রুত প্রসারিত হওয়ার ফলে ধনী ও গরীব উভয় শ্রেণীই বেশী অর্থের মালিক হয় আর যেহেতু উৎপাদনের অধিকাংশ উপাদান ধনীদের কাছে থাকে তাই তারা বেশী উপকৃত হয়।

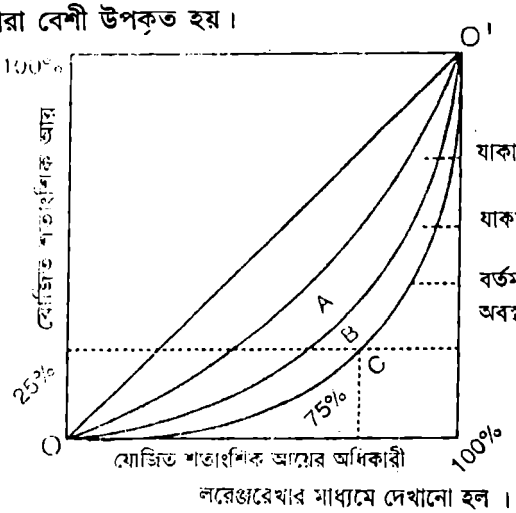

লরেঞ্জরেখার মাধ্যমে দেখানো হল।

লরেঞ্জরেখার মাধ্যমে দেখানো হলো।[৫৩]

চিত্র অনুযায়ী লরেঞ্জরেখা যোজিত শতাংশিক আয় এবং যোজিত শতাংশিক আয়ের অধিকারী এর সম্পর্কে দেখায়। আয়ের বণ্টন সুষম হলে এ লরেঞ্জরেখা কর্ণ 00^1 রেখার মত হবে। লরেঞ্জ রেখা OAO^1 এবং 00^1 রেখার মধ্যবর্তী এলাকাকে OAO^1 রেখার নিম্নবর্তী সম্পূর্ণ এলাকায় শতাংশে প্রকাশ করলে জিনি সূচক পাওয়া যায়।

লক্ষণীয় যে আয়ের বণ্টন সুষম হলে লরেঞ্জরেখা OAO^1 রেখা 00^1 এর সাথে মিশে যাবে এবং তখন জিনি সূচকের মান শূন্য হবে। যাকাত ব্যবস্থা ইসলামী মতে চালু না থাকায় জিনি সহগ অনেক বেশী। এ ক্ষেত্রে OAO^1 রেখা বাংলাদেশে বর্তমানে এর মান (০.৫)। এর দ্বারা প্রকাশ পায় ৭৫% লোকের কাছে মাত্র ২৫% সম্পদ আছে। কিন্তু যাকাত চালু হলে ৫ বৎসর পর জিনি সহগের মান কমে ০.২৫ হবে এবং লরেঞ্জরেখা হবে OBO^1। এভাবে ১০ বছর চললে রেখাটি OCO^1 রেখা হবে এবং তা 00^1 নিকটবর্তী হবে। এতে বাংলাদেশে কোনো লোকই গরীব থাকবে না। অন্যদিকে ধনীরা আরো ধনী হতে থাকবে।

সম্মিলিত প্রভাব

যাকাত থেকে দারিদ্রতা বিমোচন, বেকার সমস্যার সমাধান, শিক্ষার উন্নয়ন, বাণিজ্যচক্র দূর, ধনবৈষম্য দূর করার পরে যে ফলাফল দেখা দেয়

www.amarboi.org

তার সমষ্টিগত ফলাফল বিশ্লেষণের জন্য নিম্ন স্যামুয়েলসনের বাণিজ্য চক্র মডেল ব্যবহার করতে পারি। [Review of Economics Statistics May 1939] [৫৪] আমরা জানি

$$Y_t = C_t+I_t \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(1)$$

$$C_t = aY_{t-1} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(2)$$

$$Y_t = aY_{t-1}+I_o+B(C_t-C_{t-1})$$

$$Y_t = aY_{t-1} +I_o+B\ (aY_{t-1} -aY_{t-2})$$

$$Y_t = aY_{t-1}+I_o+aB\ (Y_{t-1}-Y_{t-2})$$

$$Y_t = a(1+B)\ Y_{t-1}+I_o-aB\ Y_{t-2} \ldots\ldots\ldots(3)$$

স্যামুয়েলসন মনে করেন যদি কোনো দেশে MPC =.8 এবং ত্বরণ সহগ B=.5 হয় তবে জাতীয় আয় ক্রমাগত শুধু বাড়তেই থাকে। একথাটি থেকে যাকাতভিত্তিক অর্থনীতিতে কাজে লাগানো যায় কারণ যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতিতে গরীব শ্রেণীর কাছে অর্থ যাবার ফলে MPC বেড়ে যায়। বাংলাদেশে বর্তমান সঞ্চয় ২০%। সুতরাং MPC=0.8 বলা যায় কিন্তু যাকাত প্রয়োগ করলে MPC=.85 হবে তার কারণ যাকাত জাতীয় আয়ের ৫% হতে পারে। (যাকাত ছাড়াও উশর ১০% এবং অর্ধউশর ৫% এমনকি খনিজ সম্পদ ২০% হওয়ায় ৫% যাকাত হতে পারে।) অন্যদিকে যাকাতের কারণে বাংলাদেশের জনগণের ভোগ প্রবণতা বাড়ার সাথে সাথে শিল্পের দ্রুত প্রসারিত হবে। ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছে জাতীয় আয়ের অর্ধেক গরীব শ্রেণীর কাছে পৌঁছে যাবে। যারা খেতে পরতে পারত না তারাই তখন শিল্প পণ্যের ক্রেতা হবে। কারণ যাকাতের অর্থ বিনিয়োগে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে, সুতরাং B=5 হতে পারে। বাংলাদেশের বর্তমান ৬০% লোক না খেয়ে না পরে জীবনযাপন করছে তখন তাদের ভোগ বাড়বে তাই শিল্প পণ্যের চাহিদা বাড়বে। এ কারণে ৩নং সমীকরণটি হবে ঃ

$$Y_t=I_o+85(1+5)Y_{t-1}-.85(5)\ Y_{t-2} \ldots\ldots\ldots(4)$$

$$Y_t=I_o+.85\ (6)\ Y_{t-1}-4.25\ Y_{t-2} \ldots\ldots\ldots\ldots(5)$$

বাংলাদেশে যেহেতু বর্তমানে যাকাত ৬,৫০০ কোটি টাকা পাওয়া যেতে পারে। তাই I_o=6,500 কোটি টাকা ধরলে পাই ঃ

$$Y_t=6500+5.10\ Y_{t-1}-4.25\ Y_{t-2} \ldots\ldots\ldots(7)$$

এখন হিসাবকে সহজ করার জন্য ধরি 6,500=$100 কোটি ডলার (যেহেতু 58=$1 ধরে নেয়া হলো)।

সুতরাং $Y_t=100+5.10Y_{t-1}-4.25\ Y_{t-2}$

এখন t= 1 ধরলে পাই ঃ

১ম বছর $Y_1=100+5.10\ (0)-4.2(Y_{-1})=100$ কোটি ডলার

২য় বছর t=2 হলে

Y_2= 100+5.10 (Y_1)-4-2Yo=100+5.10-100 ডলার

=100+510 ডলার

= 610 ডলার

৩য় বছর t = 3 হলে

Y_3 $=100+5.10Y_2-4.2_{Y1}$

= 100+5.10(610)-4.2(100)

= 100+3111-420

= 2791 কোটি ডলার তৃতীয় বছরে জাতীয় আয়

৪র্থ বছরে Y_4 $=100+5.10Y_3-4.2Y_2$

= 100+5.10(2791)-4.2(610)

= 100+14234.1-2562

= 14334.1-2562=11772.1 চতুর্থ বছরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি

৫ম বছর Y_5= 100+5.10(Y_4)-4.2Y_3

= 100+5.10 (11772.1)-4.2(2791)

= 6013771-11722.2

= 48415.71 কোটি ডলার হবে।

৬ষ্ঠ বছর Y_6 = 100+5.1(Y_5)-4.2Y_4

= 100+5.1(48415.71)-4.2 (11772.1)

= 100+246920.121-49442.82

= 2470.20.121-49442.8

= 197577.301 কোটি ডলার হবে।

www.amarboi.org

বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ শিল্পপতি, রাজনীতিবিদগণ কি চিন্তা করবেন এটা যাকাতপ্রাপ্ত মান ১০০ কোটি ডলারের তুলনায় কতগুণ বেশী। এটা ১০০×৭০০=৭০০০০ কোটি ডলার বা আল্লাহর উক্তির ৭০০ গুণের চেয়েও বেশী কিন্তু আল্লাহর তথায় শুধু একটি ঋতুর ধানের কথা বলেছেন।–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬১ কিন্তু ছয় বছরের হিসাব নির্দেশ করেনি। আমরা এ ক্ষেত্রে ছয় বছরের পরে ৭০০ গুণের বেশী সম্পদ পাচ্ছি যদি যাকাত প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু বর্তমানে পুঁজিবাদের কথা অনুযায়ী জাতীয় আয় ক্রমাগত না বেড়ে উত্থান পতন শুরু হবে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো ঃ

স্যামুয়েলসনের মতে বর্তমান পুঁজিবাদে MPC=0.5B=2 হবে সেহেতু জাতীয় আয়ের মডেলটি হবে।

$$Y_t=10+a(1+B)Y_{t-1}-aBY_{t-2}.....(1)$$

মান বসিয়ে Y_t $=10+.5(1+2)Y_{t-1}-5(2)Y_{t-2}$

$Y_t=100+1.5Y_{t-1}-Y_{t-2}$

১ম বছর

$t=1Y1=100+1.5Yo-Y_{-1}$

$Y_1=100+1.5(0)-Y_{-1}$

২য় বছর $Y_1=100$

t= 2 হলে

$Y_2=1001.5Y_1-Yo$

$Y_2= 100+1.5(100)-0$

$Y_2= 250$

৩য় বছর t=3হলে

$Y_3=100+1.5Y_2-Y_1$

$Y_3=100+1.5(250)-100$

$Y_3=375$

৪র্থ বছর t = 4 হলে

$Y_4=100+1.5Y_3-Y_2$

$=100+1.5(375)-250$

$=100+562.5-250=412.5$

৫ম বছর $Y_5=100+5.(3)Y_4-Y_3$

www.amarboi.org

Y_5-100+1.5(412.5)-375

Y_5=100+618.75-375

Y_5=343.75

৬ষ্ঠ বছর Y_6=100+1.5Y_5-Y_4

=100+1.5(343.75)-412.5=100+103.125=203.125

এভাবে দেখা যায় পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পাঁচ বছর পরে জাতীয় আয় হ্রাস পেতে থাকে। এভাবে জাতীয় আয় হ্রাস পেয়ে মন্দা দেখা দেয় নেমে আসে বিপর্যয়। এরূপ মন্দা অর্থনীতিতে এখন ২০০০/০২ সালে বিশ্বে চলছে।[৫৫]

কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে মন্দা ও মহামন্দার সৃষ্টি হবে না আর হলেও যাকাত তা ধ্বংস করে দিবে তা ইতিপূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যাকাত বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নের সোপান হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে যদি এটা ইসলামী মতে চালু করা হয়। বাংলাদেশের মত হত দরিদ্র দেশের মধ্যে দারিদ্রতা, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, ঘুষ, ধনবৈষম্য, সামাজিক অবিচার দূর করার ক্ষেত্রে যাকাত রাখতে পারে এক অনন্য ভূমিকা। তাছাড়া গ্রাম অঞ্চল ভিত্তিক মসজিদকে কেন্দ্র করে আপাতত এলাকার সমস্ত যাকাতের অর্থ জমা করে পরিকল্পিতভাবে বণ্টন করলে এবং তদারকি করলে যাকাত থেকে কিছুটা হলেও সুফল পাওয়া যাবে। তবে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। অর্থ কম করে দিলে কোনো ফল পাওয়া যাবে না। সরকার কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে যাকাত আদায় ও বণ্টন করলে দেশের উন্নয়নের চাকা দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হবে। সরকার ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এ কাজটা শুরু করতে পারে। আল্লাহ বলেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج

www.amarboi.org

"পূর্ব পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ানো কোনো প্রকৃত কল্যাণের কাজ নয় বরং প্রকৃত কল্যাণের কাজ করল তারা যারা আল্লাহ, পরকাল, কিতাব, ফেরেশতা ও নবীদের প্রতি ঈমান আনল এবং ধনমাল আল্লাহর ভালোবাসায় নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব, পথিক, দারিদ্র প্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্য দান করল এবং নামায কায়েম ও যাকাত দান করল।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭

উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যাকাত ব্যবস্থা ছাড়া শুধু পূর্ব পশ্চিমে মুখ ফিরানোই ইবাদাত নয়। ইবাদাত একটি সমষ্টিগত বিষয়। শুধু সহজ ইবাদাত মেনে চলা হলো অথচ যাকাত উশরের প্রশ্ন হলে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের তা না দিয়ে এড়িয়ে চলা পূর্ণাঙ্গ ঈমানদারের বরখেলাপ। সুতরাং যারাই মুসলিম দাবী করে তারাই যেন যাকাত ব্যবস্থা চালু করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে তা আল্লাহর নির্দেশ। বাংলাদেশের সরকার বর্তমানে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে খুবই ব্যতিব্যস্ত। আভ্যন্তরীণ সম্পদের বড় উৎসব যাকাত হতে পারে তা আলোচনায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আর তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে বাংলাদেশের শুধু দারিদ্র বিমোচনই নয় এমনকি একটি অন্যতম ধনী দেশে পরিণত হওয়ার সুযোগ আছে। বিদেশী সাহায্যের শর্ত এবং তাদের অমর্যাদাকর হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচার অন্যতম উৎস হতে পারে যাকাত ও উশর।

www.amarboi.org

তথ্য সূত্র

১. ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ঃ এম উমর চাপড়া পৃ. ঃ ২৩৫

২. Abdul Qadir Awdah : Al-Mal-Wa-aj Halm li al Islam-P12-15

৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

৪. ইসলামী ব্যাংকিং জানুয়ারী জুন ২০০১, বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনে ও মানব সম্পদ উন্নয়নে যাকাতের ব্যবহার ঃ শাহ মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান পৃ. ৯৮

৫. Keyness J. M Genaral theory of Employment, Interest and Mony.

৬. সর্বশেষ তথ্য অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১-এর আলোকে মন্তব্য ধারা।

৭. ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ ঃ ডঃ এম এ মান্নান পৃ. ২০৯

৮. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ঃ মোঃ হেদায়েত উল্লাহ, পৃ ২৫২

৯. মাআরেফুল কুরআন।

১০. হুসাইন অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ ঃ যাকাত কি ও কেন পৃ. ১৩, ১৪, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭।

১১. ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ, পৃ ঃ ২১২, ২১৩, ১৯৮৩ সাল।

১২. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা ব্যয় নির্ধারণ জরিপ ১৯৯৫/৯৬ বর্তমানে ২০০২ সালে এ বিষয়টির আরো অবনতি হয়েছে।

১৩. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানার ব্যয় নির্ধারণ জরীপ সাল ১৯৯৫-৯৬।

১৪. মুহাম্মাদ নূরুজ্জমান ঃ বাংলাদেশ এনজিও উপনিবেশবাদের দুর্ভেদ্য জালে, পৃঃ ১৭ খৃস্টান ধর্মের রূপান্তর, পৃ. ১৯, ৩১

১৫. দৈনিক ইনকিলাব ১২ মার্চ ২০০২। এনজিওদের আনীত অর্থের অপব্যবহার।

১৬. প্রত্যয় সীরাতুন্নবী স. সংখ্যা ২০০২ ইসলামী ব্যাংকিং পিছন ফিরে দেখা শাহ ঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, পৃ. ২৫, ইসলামী ব্যাংকিং।

১৭. বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে যাকাতের ব্যবহার, শাহ হাবীবুর রহমান, পৃ. ১০০।

www.amarboi.org

১৮. J.M Keyness

১৯. যাকাত কি ও কেন, পৃ. ২৩, ২৪, ১৬, ২৭ ঃ হুসাইন অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ।

২০. রোজেস্টাইন রোডেন Big push theory Notes on the theory of Big push in Econamic Devlopment of Latin America Ill (ed) H.S Ellis and WWW Wallich 1961

২১. C.R Nurkse opcit P-4

২২. C.J.M Keyness the Genaral theory of Employment, Interest and money p.p (113-115)

২৩. ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ঃ ডঃ উমর চাপড়া ঃ ২৫০-২৫১ পৃ. ১৮২-১৮৩

২৪. Shahi-al-Bukhari.Anas ibn malik Vol-3 p-128 Shahi al-maslim -Vo.3 189-12

২৫. মাআরেফুল কুরআন।

২৬. বাংলাদেশ অর্থনীতি ঃ সৈয়দ আকমল মাহমুদ পৃ. ২০৩

২৭. মাআরেফুল কুরআন

২৮. J.M Keyness. The General theori Employment Interest and money P.P (113-115)

২৯. দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক ইনকিলাব ০৮-০৪-২০০২ তারিখের বক্তব্য ঃ কুতুবুদ্দিন বিজিএম-এর সভাপতি।

৩০. দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার আগষ্ট মাসের রিপোর্ট ২০০১।

৩১. শেয়ার মার্কেট পতনে সন্ত্রাস বেড়েছে-১৯৯৬ ইং সালের ডিসেম্বর মাসের পত্রিকার রিপোর্ট।

৩২. Macro Economics Third Edition Engene Diulio, P-67

৩৩. আউসাফ আহম্মদের ভোগ আপেক্ষক তত্ত্ব।

৩৪. নিজের চিন্তাধারা।

৩৫. অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১।

৩৬. তাফহীমুল কুরআন-সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সূরা আল বাকারা, আয়াত ঃ ২৬৫

৩৭. Macro Economics Third Edition Engene Diulio, P-2

www.amarboi.org

(A) Seventh Edition Rudiger Dotnbusch. Stanley Fischer Richard Startz. P-13

(B) SAMUELSON. P.A. Readingy In Business Cycle. Theory-1944 LEE. M.W Economics Fluctuation, Wawtrey Trade cycle 1935.

৩৮. BROWNE. C Fiscal policy in the thirtics A. Reappraisal American Economy 1984.

৩৯. তাফহীমুল কুরআন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আয়াত ঃ ২৬৪

৪০. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং মোঃ হেদায়াতুল্লাহ।

৪১. Macro Economics Third Edition Engene Diulio, P-2

(a) Seventh Edition Rudiger Dotnbusch. Stanley Fischer Richard Startz. P-13

(b) SAMUELSON. P.A. Readingy In Business Cycle. Theory-1944 LEE. M.W Economics Fluctuation, Wawtrey Trade cycle 1935.

ইসলামী অর্থনীতি–শাহ মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান পৃ. ১৫৪

Asian Dramma G. Myrdal.

৪২. ডঃ ইউনুস ও জামিলুর রেজার বক্তব্য।

৪৩. বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে যাকাতের ব্যবহার। শাহ হাবীবুর রহমান পৃ. ১০০

৪৪. Research paper No 31 ID. B (I.R.T.i) Box -03

T.w. Schultz Capital Formatoin by Education J.P.E December-1960

৪৫. c T.w Schultz Education and Economic growth in social forces Influcncing American Education. N.B Hentry (ed) 1961

T. Balogh The Economics Educational and plamming comparative, Education october-1964

R.S Eckus, Econamics criterian for Education and Traning Res may-1964

W.G Bowen Economic Aspects of Education

W. A. Lewis Educational Economics Devlopment Isch Vol xlv no-4 -1962

www.amarboi.org

T.W Schultz Rflection on Investment in Man. JPE October-1962

F.H. Harbison Human Resources Devlopments planning in Modernising Economics I.L.R.May-1962

T.w Schultz Investment in Human Capital AET March. 1961

F.H.Habison and C.A. Mcyers Education Manpower and Economics growth 1964

ড. এম. উমর চাপড়ার মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ প্রশিক্ষণ।

৪৬. তাফসীরে ফি জালালাইন।

৪৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

৪৮. R.M.Solaw Technical Change and the Aggregate production Funciton REG-1957

৪৯. দৈনিক সংগ্রাম।

৫০. অধ্যাপক এম এ মান্নান ঃ ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ।

৫১. এম. এ. হামিদ ও চিত্র মোঃ হেদায়েত উল্লাহ ঃ ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং

৫২. ড. এম উমর চাপড়ার সম্পদ কেন্দ্রিকরণ,হ্রাস করণ এবং লরেঞ্জ রেখা ও জিনি সহগ।

৫৩. A.Contribution to the theory of the Trade cycles Hicks. Others Trade cyclees.

৫৪. বর্তমানে মন্দা চলছে তাই বাংলাদেশের রপ্তানী কমে যাচ্ছে। ০৮-০৪-২০০২ পত্রিকায় আগামী জুলাই থেকে মন্দা ভালো হতে পারে।

৫৫. সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

৫৬. খোরশেদ আহম্মদ Economics Devlopment in an Islamic Perspective.

www.amarboi.org

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **যাকাতের হাকীকত**
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং**
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ**
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান**
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি**
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **পুঁজিবাদ বনাম ইসলাম**
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ বণ্টন**
  - মুফতী মুহাম্মাদ শফী
- **যাকাতের ব্যবহারিক বিধান**
  - এ. জি. এম. বদরুদ্দোজা
- **ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম**
  - মুহাম্মদ কুতুব
- **ইসলাম পরিচয়**
  - ডঃ মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ
- **আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়**
  - মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- **কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন**
  - মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- **ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ**
  - মাওঃ সদরুদ্দীন ইসলাহী
- **কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ**
  - ড. মুহাম্মদ আলী আল বার
- **কুরআন ও হাদীসের আলোকে সৃষ্টি ও আবিষ্কার**
  - প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক
- **মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম**
  - মোঃ সিরাজুল ইসলাম